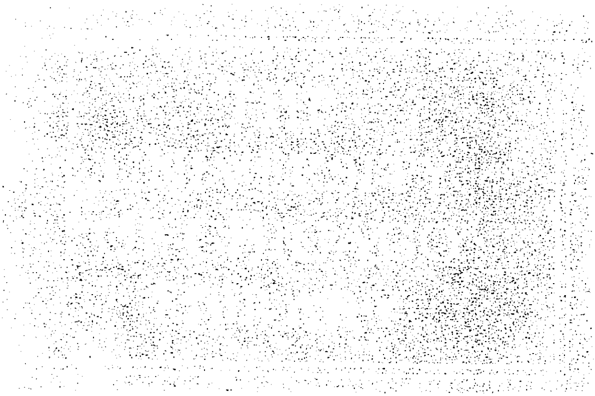
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বৃত্ত

দেবাশিস চট্টো



ওঁ তৎসৎ

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের

বক্তৃতা।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

মুদিয়ালী মিত্রযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৭৮৭ শক।

১ বৈশাখ।

মূল্য ।৶০ ছয় আনামাত্র।

ওঁ তৎসৎ

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের

বক্তৃতা।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

মুদিয়ালী মিত্রযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৭৮৭ শক।

১ বৈশাখ।

মূল্য ।৵০ ছয় আনামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আমারদিগের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উপাসনা কালীন কলিকাতা ভবানীপুর এবং বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে সময়ে সময়ে যে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটীপ্রস্তাব সংগ্রহ করিয়া বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা এই নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত হইল। যদি ইহার দ্বারা একজনেরও ধর্ম্মেমতি ও ঈশ্বরে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হই।

বেহালা
১৭৮৭ শক ১ বৈশাখ

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র।

ওঁ তৎসৎ

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

ঈশ্বর আমাদিগের অন্তরতম প্রিয়তম বন্ধু।

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর! তোমার ন্যায় প্রিয়-পদার্থ আমাদিগের আর কে আছে? এ ভূমণ্ডলে পরম-প্রীতি-ভাজন জনক জননী, গুণবতী রূপবতী প্রাণাধিকা ভার্য্যা, প্রাণসম সুপণ্ডিত পুত্র, দুঃখার্দ্ধকারী সুখ দ্বিগুণকারী প্রিয়তম মিত্র, এসমস্ত প্রিয় বস্তু বটে, কিন্তু নাথ! তোমার ন্যায় প্রিয়তম পদার্থ আর কিছুই নাই।

জনক জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ভাব, পতি-প্রাণা গুণবতী ভার্য্যার মধুময় রসালাপ, শান্ত সুশীল সুপণ্ডিত পুত্রের অচলা-ভক্তি, মিত্রগণের মুখারবিন্দ বিগলিত সুধাসম-বাক্যালাপ প্রভৃতি প্রীতিকর ব্যা-

পার সন্দর্শন করিলে মনো-মধ্যে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু নাথ! ক্ষণকাল মাত্র বিশুদ্ধ-জ্ঞাননেত্রে তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে দেদীপ্যমান অবলোকন করিলে মন যেমন সুবিমল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করে, তেমন আনন্দ আর কিছুতেই হয় না।

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সন্নিধানে কিয়ৎকাল অধিবাস করিলেও সমোধিক সুখানুভব করা যায়, কিন্তু হে জগৎপিতঃ! মুহূর্ত্তকাল মাত্র পাপাচার হইতে বিরত হইয়া তোমার সহবাস লাভ করিলে মনোমধ্যে যদ্রূপ অপূর্ব্ব অসদৃশ সুখের উদয় হয়, তদ্রূপ সুখ আর কোন মতেই লব্ধ হয় না। ক্ষণকালের নিমিত্ত সুবিস্তৃত বিষয় কার্য্যাদি হইতে অবসৃত হইয়া পরম স্নেহ-ভাজন প্রিয় পুত্রের শুধাংশুসম সুনির্ম্মল মুখাবলোকন করিলে সাতিশয় আনন্দিত হইতে হয়, কিন্তু হে প্রাণাধিক প্রাণেশ্বর! একবার জ্ঞাননেত্র সহকারে তোমার প্রফুল্ল-আনন সন্দর্শন করিলে যেরূপ সুখ লাভ করা যায় তদ্রূপ সুখ ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিলেও অনুভূত হয় না। হে জীবনধন! আমরা ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য বস্তু

হইতে অহর্নিশি যে সমস্ত বিহিত সুখানুভব করিতেছি তোমার সহবাস জনিত বিশুদ্ধ নিত্য সুখের সহিত তুলনা করিলে অন্যান্য সুখ, সুখ বলিয়াই বোধ হয় না। নাথ! আমরা নিরবচ্ছিন্ন পাপ-পঙ্কে নিপতিত হইয়া এক এক বার সমনস্ক হইয়া তোমার পীযূষ-পরিপূরিত-সুধাময় নামাবলী আবৃত্তি করিয়া যে অপরিমেয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, অত্যুন্নত পর্ব্বতসম স্বর্ণ-রাশি প্রদান করিলেও তাহার কণা-মাত্র বিনিময় করা যায় না। নাথ! আমরা যখন তোমার পরম কল্যাণকর নিয়মাদি উলঙ্ঘন করত সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান পাপালাপ পাপচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার অভিপ্রেত ধর্ম্ম-পথে পদার্পণ পূর্ব্বক ঈদৃশ অমূল্য সুখে অধিকারী হইতেছি, তখন যদি আমরা একেবারে পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সত্যব্রত অবলম্বন করি, নিয়ত সত্যালাপ, সত্য-চিন্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে যে রূপ দেব-দুর্লভ সুখ লাভ করিতে পারা যায় তাহার স্বরূপ ভাব এক্ষণে আমাদিগের কলুষ-কলঙ্কিত অধম মনে উদয় হওয়াও কদাচ সম্ভাবিত নহে। হৃদয়েশ্বর! আমরা কি অচেতন অনিত্য সুখ-প্রিয়, তুমি যে আমাদিগের

নিমিত্ত লোকান্তরে নিত্য-সুখ সঞ্চিত করিয়া তৎ সম্ভোগের এক সুদৃঢ় আশা চিত্রক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছ, আমরা ভ্রমেও এক বার তাহা চিন্তা করি না—কেবল অলীক প্রমোদাশক্ত হইয়া নিত্য-সুখ বিসর্জ্জন দিতেছি। আমরা কেবল নিয়ত অচির পরিজনের অপরিশুদ্ধ প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া, হে প্রেমময়! তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, তোমার প্রসন্নতা লাভার্থে ক্ষণমাত্রও যত্নশীল হই না। তুমি যে সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ মধ্যে এক মাত্র নিত্য, তাহা সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও তোমাতে প্রাণ মন সমর্পণ করি না। এক বার ভ্রমেও চিন্তা করি না, যে সাংসারিক অনিত্য বস্তুর সহিত যে প্রেম, তাহা এই দেহ নিপতন সঙ্গে সঙ্গেই নির্মূলিত হইবে। হে দেব! তোমার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন পূর্ব্বক অহর্নিশি তোমাকে প্রগাঢ় প্রীতি করিলে মনোভাণ্ডার কেবল অক্ষয় ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়, যে আনন্দ সাংসারিক দুর্ভাবনা নিবারণের এক মাত্র পরম ঔষধ—যে প্রীতি জনিত বিমলানন্দ আমাদিগের আত্মোন্নতি সহকারে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নিত্য ভুমানন্দ রূপে পরিণত

হইবে, এমত আনন্দ! এমত সুখ! আমরা হেলায় বিসর্জ্জন দিতেছি। এমন প্রিয়তমের সহবাস লাভার্থে আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন করি না। যিনি আপনার উদার-করুণাগুণে প্রতিক্ষণ আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, যিনি অবাধে অনুক্ষণ আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য সম্প্রদান করিতেছেন যাঁহার প্রসারিত সুকোমল ক্রোড়ে আমরা নিয়ত নির্ব্বিঘ্নে ক্রীড়া করিতেছি, যাঁহার করুণামৃত পান করত আমরা অবলীলাক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের দুর্লক্ষ্য ভাবী দুর্ঘটনা সকল নিবারণ করত একাদিক্রমে কেবল কণ্টক-শূন্য নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মবর্ত্মে সঞ্চালিত করিতেছেন।

হে ত্রিভুবন নাথ! তোমার স্নেহ প্রেমের কি অন্ত আছে! আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে যদ্যপি এক বার মাত্র ও তোমাকে প্রীতি না করি, তোমার নিকট সকৃতজ্ঞ না হই, তোমার সুনির্ম্মল গুণ-সংকীর্ত্তনে স্বীয় রসনাকে নিয়োগ না করি, তথাচ আমাদিগের প্রতি তোমার অকৃত্রিম প্রীতি-প্রবাহ যাহা নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া সুখসাধন করিতেছে, তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইবেক না। তোমার স্নেহ চিরকালই এই সংসারস্থ প্রত্যেক

প্রাণির প্রতি সমান রূপেই বর্ত্তমান থাকিবেক, তাহার সন্দেহ নাই। হে প্রাণেশ্বর! আমরা যখন জননী-গর্ভে জড়-পিণ্ডবৎ অচেতন ছিলাম, তখনও তুমি সেই অবস্থাতে আমাদিগকে প্রীতি করিয়াছ এবং আমরা তৎকালে সেই সঙ্কট-স্থলে কেবল তোমার করুণাগুণেই জীবিত ছিলাম। নাথ! এখনও তুমি প্রতি নিশ্বাসে আমাদিগকে প্রীতি করিতেছ। তুমি যদি ক্ষণকাল মাত্র প্রীতি বিতরণে ক্ষান্ত হও, তাহা হইলে এই সংসার এক কালেই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়—এবং বিশ্ব-মণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিই কৃতান্ত-কবলে নি-পতিত হয়।

জগদীশ! এক্ষণে তোমার অনন্ত-কৌশল চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া আমার মন যে রূপ অতুলানন্দ সম্ভোগ করিতেছে—আমার অন্তঃকরণ তোমার করুণারসে সমার্দ্র হইয়া যদ্রূপ সুখানুভব করিতেছে, এমত আনন্দ—এমত সুখ যেন আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে কদাচ অন্তর্হিত না হয়। কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি, হে কৃপাময়! তুমি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরই আমাদের পূর্ণ আদর্শ।

সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-সরূপ পরমেশ্বরই আমাদের পূর্ণ আদর্শ। আমারদের হৃদয়ে সত্য সুন্দর মঙ্গলের যে একটী উচ্চতম মহদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত স্থল এই বিস্তীর্ণ জড়-জগতে অথবা প্রাণি-রাজ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সত্যের জীবন্ত ভাব মঙ্গলের, অনুপম নিদর্শন-স্থল, ঈশ্বর ভিন্ন আর কোথাও নাই, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের একায়তন কেবল সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর।

যতক্ষণ না তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য জ্ঞান-নেত্রে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ আর সুন্দর বস্তুর প্রকৃত স্থল দেখিতে পাই না। যতক্ষণ না তাঁহার উদার পবিত্র মঙ্গল-ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, ততক্ষণ পবিত্রতা কেবল বাক্যেতেই বদ্ধ থাকে, মঙ্গল-ভাব কেবল কল্পনা-প্রবাহে—চিন্তা-স্রোতেই ভাসিতে থাকে। যে ভাগ্যবান্ ব্রহ্ম-পরায়ণ, সরল ও সাধু হইয়া ঈশ্বরকে আপনার নয়নের জ্যোতি ও আত্মার জীবন-রূপে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছেন; তিনিই সত্য

সুন্দর-মঙ্গলের প্রকৃত স্থলই লাভ করিয়াছেন। যাঁর অনুরাগ-রঞ্জিত প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্র ঈশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছে, তিনিই সুন্দর শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, তাঁহারই সত্যের জীবন্ত-ভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সংসারের পার্থিব পদার্থে আমরা যে কিছু সৌন্দর্য্য অবলোকন করি, তাহা সেই অনুপম সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র। সূর্য্যালোকের নিকটে যেমন খদ্যোতের জ্যোতি, সেইরূপ সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরের সন্নিধানে এই জগতের সৌন্দর্য্য। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদলের যে অনুপম জ্যোতি, সে সেই জ্যোতির অনন্ত সমুদ্র পরমেশ্বর হইতেই। সেই সত্য-রূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে এই অসার বিশ্ব-সংসার সত্যের বেশ ধারণ করিয়াছে, সেই পূর্ণ-জ্যোতির এক মাত্র রশ্মি-ধারাতে সমুদয় জগতীতল সুন্দর-ভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই অনন্ত-মঙ্গলের অশেষ উৎস হইতে এক বিন্দু মঙ্গল-নীরে সকল ভুবনকে মঙ্গল-ভাবে সিক্ত রাখিয়াছে।

সেই অকৃত অমৃত পরমেশ্বরই আমারদের আদর্শ। শান্ত সমাহিত ঈশ্বর-প্রাণ ভগবজ্জনের জীবন-পুস্তকে সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের যে কিছু নিদর্শন দেখিতে পাই, তাহা ঈশ্বর হইতেই। সাধুদিগের বিমল আ-

আতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল-রশ্মি পতিত হইয়া সাধু-জীবনকে মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্ভক্তদিগের জীবন-পুস্তকে—তাঁহারদের অপূর্ণ স্বভাবেই, সেই অনন্ত পূর্ণ-মঙ্গলের আভাস বুঝিতে পারি। সত্যের সঙ্গে, সাধু ভাবের সঙ্গে, আমারদের আত্মার এমনি একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ, যে সত্য কেন যেখানে থাকুক না, সাধু-ভাব কেন যে কোন হৃদয়ে বিরাজ করুক না, আমারদের আত্মা পিপাসিত হইয়া আপনা হইতেই সেই স্থলে উপস্থিত হইবে, আদরের সহিত তাহাই গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবে। যেমন পুষ্পের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, চন্দ্রের রমণীয় কান্তি, আপনা হইতেই আমারদিগের নয়ন-যুগলকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব আপনা হইতেই আমারদের প্রীতি শ্রদ্ধাকে উত্তেজিত করে। চক্ষুর সঙ্গে শোভা ও সৌন্দর্য্যের যেমন সম্বন্ধ, পবিত্রতা ও মঙ্গল-ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মারও তেমনি একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই জন্যই কোন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মের নাম উচ্চারণ মাত্র, কোন লোকান্তরগত সাধুর জীবন-পুস্তক পাঠ করিবা মাত্র, তাঁহারদিগের প্রতি আপনা হইতেই প্রীতি ভক্তি উত্তেজিত হয়।

এই জন্যই সংসার-কোলাহলের মধ্যে কোন এক ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধুকে অটল ভাবে ধর্ম্মের সোপানে উত্থিত হইতে দেখিলে হৃদয় সচকিত হইয়া উঠে। এই জন্যই সংসারের ঘন মোহ-তিমিরের মধ্যে শুক্র-তারকের ন্যায় কোন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলে লোমাঞ্চিত শরীরে শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে আমরা উদ্যত হই। এই পৃথিবীতে সাধুদিগের জীবনে যে কিছু মঙ্গল-ভাবের নিদর্শন দেখিতে পাই; সেই পরিমিত অপূর্ণ-ভাব হইতেই আমরা অনন্তের ভাব, পূর্ণের ভাব, বুঝিতে পারি। সেই পরিমিত সত্যে, সেই সংকীর্ণ মঙ্গল ভাবে, পরিতৃপ্ত না হইয়াই আমারদের আত্মা আপনা হইতেই ভূমা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-নীরে আমারদের আত্মা আর স্বচ্ছন্দে থাকিতে না পারিয়া ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে সেই সত্যের সমুদ্র, মঙ্গলের আকর, সৌন্দর্য্যের উৎসের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। আমারদের আত্মা যখন পৃথিবীর পরিমিত সংকীর্ণ অপূর্ণ ভাব হইতেই অপরিমিত অসীম পূর্ণের ভাব বুঝিতে পারিয়া উন্নতির দিকে স্বভাবতই উত্থিত হইবার চেষ্টা

করে, আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্মও সেই সময়েই আমার দিগকে অনন্ত-উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি অপরাপর কাল্পনিক ধর্ম্মের ন্যায় মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শরূপে আমারদিগের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া আত্মার অনন্ত-উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদের উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখে সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বরকে স্থাপিত করিয়া অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া আত্মা যখন আর পরিতৃপ্ত না হয়, তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই সেই তৃপ্তির অতলস্পর্শ সমুদ্রাভিমুখে যাইতে আদেশ করেন। স্বর্গীয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতেছেন যে পৃথিবীর যে কোন গ্রন্থ হইতে যে কিছু সত্য পাও, তাহা বিনীত ভাবে গ্রহণ কর; এখানকার সাধু মনুষ্যকে যতদূর আদর্শ করিতে পার, ততদূর তাঁহার সাধু গুণের অনুকরণ করিয়া আত্মাকে পুষ্ট কর; কিন্তু তোমারদের একমাত্র পবিত্র অভ্রান্ত আদর্শই কেবল সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বর। সেই সত্যের প্রস্রবণ, এক মাত্র বরেণ্য মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখ, তিনিই তোমারদের অনন্ত কালের আদর্শ—তিনিই তোমারদের অনন্ত

জীবনের উপজীবিকা। এই মুক্ত উদার ভাব ভূমণ্ড-লের আর কোন ধর্ম্মেই নাই, পৃথিবীতে আমারদি-গের এই উচ্চ অধিকার কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই আনয়ন করিয়াছেন। সত্য-মূলক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই কেবল ঈশ্বরকে আমারদিগের অভ্রান্ত আদর্শ-রূপে আত্মার উন্নতি-পথে সংস্থাপন করিতেছেন। আমরা বনে বা নগরে, পর্ব্বতে বা সমুদ্রে, যে খানে থাকি ; বিমল-আদর্শ পরমেশ্বর আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রীতির উপরে মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া আমরা এই ভয়াবহ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি। যাঁহারা ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়াছেন, তাঁহারদের পক্ষে সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা আর বড় কঠিন ব্যাপার নহে। সত্যের প্রস্রবণ তাঁহারদের হৃদয়েই প্রমুক্ত হয়, কর্ত্তব্যের ভাব আপনা হইতেই তাঁহারদের অন্তরে সমুত্থিত হইতে থাকে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোতে আমারদের ইচ্ছাকে যুক্ত করিতে পারিলে অতি সহজেই ধর্ম্ম-কার্য্য-সকল স-ম্পাদিত হয়। তাঁহার মঙ্গল-লক্ষ্যের প্রতি আমারদের জীবনের সমুদায় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে অকুতো-

ভয়ে আমরা ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে পারি।

আমারদের আত্মা যেমন উন্নতিশীল, সেই রূপ আমারদের আদর্শও অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। আমরা কোন মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শ করিয়া হয় তো এই পৃথিবীর কয়েক দিনই তাঁহার সাধু ভাবের অনুকরণ করিতে পারি, লোকান্তর গত হইলে আবার আমরা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিব? কাহাকে দেখিয়াই বা সেই অদৃশ্য অপরিচিত লোকে উন্নত ও পবিত্র হইব? যখন দেব-লোকের পর দেব-লোক, উন্নত-লোকের পর উন্নত লোক-সকল আমারদের আত্মার উন্নতি-পথের এক একটী পান্থ-নিবাস বিদ্যমান রহিয়াছে; তখন মনুষ্য-বিশেষকে আমারদের অনন্তকালের নেতা, অথবা চির কালের আদর্শ-রূপে কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। কেবল পবিত্রতম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীতে এই জীবন্ত সত্য প্রচার করিতেছেন, সত্য-মূলক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই আমারদের আশা-লতার অনন্ত-উন্নতির আশ্রয়-তরু পরমেশ্বরকে আমারদের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে অনন্ত আকাশের ন্যায় আমারদের

এই জন্যই সংসার-কোলাহলের মধ্যে কোন এক ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধুকে অটল ভাবে ধর্ম্মের সোপানে উত্থিত হইতে দেখিলে হৃদয় সচকিত হইয়া উঠে। এই জন্যই সংসারের ঘন মোহ-তিমিরের মধ্যে শুক্র-তারকের ন্যায় কোন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলে লোমাঞ্চিত শরীরে শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে আমরা উদ্যত হই। এই পৃথিবীতে সাধুদিগের জীবনে যে কিছু মঙ্গল-ভাবের নিদর্শন দেখিতে পাই ; সেই পরিমিত অপূর্ণ-ভাব হইতেই আমরা অনন্তের ভাব, পূর্ণের ভাব, বুঝিতে পারি। সেই পরিমিত সত্যে, সেই সংকীর্ণ মঙ্গল ভাবে, পরিতৃপ্ত না হইয়াই আমারদের আত্মা আপনা হইতেই ভূমা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-নীরে আমারদের আত্মা আর স্বচ্ছন্দে থাকিতে না পারিয়া ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে সেই সত্যের সমুদ্র, মঙ্গলের আকর, সৌন্দর্য্যের উৎসের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। আমারদের আত্মা যখন পৃথিবীর পরিমিত সংকীর্ণ অপূর্ণ ভাব হইতেই অপরিমিত অসীম পূর্ণের ভাব বুঝিতে পারিয়া উন্নতির দিকে স্বভাবতই উত্থিত হইবার চেষ্টা

করে, আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্মও সেই সময়েই আমার দিগকে অনন্ত-উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি অপরাপর কাল্পনিক ধর্ম্মের ন্যায় মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শরূপে আমারদিগের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া আত্মার অনন্ত-উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদের উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখে সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বরকে স্থাপিত করিয়া অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া আত্মা যখন আর পরিতৃপ্ত না হয়, তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই সেই তৃপ্তির অতলস্পর্শ সমুদ্রাভিমুখে যাইতে আদেশ করেন। স্বর্গীয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতেছেন যে পৃথিবীর যে কোন গ্রন্থ হইতে যে কিছু সত্য পাও, তাহা বিনীত ভাবে গ্রহণ কর ; এখানকার সাধুমনুষ্যকে যতদূর আদর্শ করিতে পার, ততদূর তাঁহার সাধু গুণের অনুকরণ করিয়া আত্মাকে পুষ্ট কর ; কিন্তু তোমারদের একমাত্র পবিত্র অভ্রান্ত আদর্শই কেবল সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বর। সেই সত্যের প্রস্রবণ, এক মাত্র বরেণ্য মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখ, তিনিই তোমারদের অনন্ত কালের আদর্শ—তিনিই তোমারদের অনন্ত

জীবনের উপজীবিকা। এই মুক্ত উদার ভাব ভূমণ্ড-লের আর কোন ধর্ম্মেই নাই, পৃথিবীতে আমারদি-গের এই উচ্চ অধিকার কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই আনয়ন করিয়াছেন। সত্য-মূলক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই কেবল ঈশ্বরকে আমারদিগের অভ্রান্ত আদর্শ-রূপে আত্মার উন্নতি-পথে সংস্থাপন করিতেছেন। আমরা বনে বা নগরে, পর্ব্বতে বা সমুদ্রে, যে খানে থাকি; বিমল-আদর্শ পরমেশ্বর আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রীতির উপরে মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া আমরা এই ভয়াবহ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি। যাঁহারা ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়াছেন, তাঁহারদের পক্ষে সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা আর বড় কঠিন ব্যাপার নহে। সত্যের প্রস্রবণ তাঁহারদের হৃদয়েই প্রমুক্ত হয়, কর্ত্তব্যের ভাব আপনা হইতেই তাঁহারদের অন্তরে সমুত্থিত হইতে থাকে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোতে আমারদের ইচ্ছাকে যুক্ত করিতে পারিলে অতি সহজেই ধর্ম্ম-কার্য্য-সকল স-ম্পাদিত হয়। তাঁহার মঙ্গল-লক্ষ্যের প্রতি আমারদের জীবনের সমুদায় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে অকুতো-

ভয়ে আমরা ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে পারি।

আমারদের আত্মা যেমন উন্নতিশীল, সেই রূপ আমারদের আদর্শও অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। আমরা কোন মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শ করিয়া হয় তো এই পৃথিবীর কয়েক দিনই তাঁহার সাধু ভাবের অনুকরণ করিতে পারি, লোকান্তর গত হইলে আবার আমরা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিব? কাহাকে দেখিয়াই বা সেই অদৃশ্য অপরিচিত লোকে উন্নত ও পবিত্র হইব? যখন দেব-লোকের পর দেব-লোক, উন্নত-লোকের পর উন্নত লোক-সকল আমারদের আত্মার উন্নতি-পথের এক একটী পান্থ-নিবাস বিদ্যমান রহিয়াছে; তখন মনুষ্য-বিশেষকে আমারদের অনন্তকালের নেতা, অথবা চির কালের আদর্শ-রূপে কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। কেবল পবিত্রতম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীতে এই জীবন্ত সত্য প্রচার করিতেছেন, সত্য-মূলক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই আমারদের আশালতার অনন্ত-উন্নতির আশ্রয়-তরু পরমেশ্বরকে আমারদের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে অনন্ত আকাশের ন্যায় আমারদের

আশা ও অধিকার অনন্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ! আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াই এই উচ্চতর মহত্তর পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছি। সংসারের দুর্দ্দিবসেও সেই প্রেম-শশীর মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। অতএব প্রাণ-পণে যেন সেই জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনকে নয়নে নয়নে রক্ষা করি, যেন আমরা সেই বিমল-আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সংসারের কণ্টকময় পথে তাঁহারই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে নিযুক্ত থাকি, তাঁহার ইচ্ছা-স্রোতে আমারদিগের বল বুদ্ধি শক্তি সকলি নিয়োগ করত এখানেই—এই পৃথিবীতেই যেন তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি।

হে পরমাত্মন্! আমরা আজ তোমার পূজা করিতে সকল ভ্রাতায় এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিব, এই আশাতে উত্তম্ভিত হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। পৃথিবীতে সকল সাধু-সন্নিধানে তোমার অনুপম যশ শ্রবণ করিয়া এই উপাসনা-মন্দিরে তোমার দর্শন-লোলুপ হইয়া আসিয়াছি। তোমার সন্নিধানে ধন

মান যশ কিছুরই যাচ্ঞা নাই। কেবল তোমাকে দর্শন করিব—তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখানল নিবারণ করিব—দারিদ্র্য-দুঃখ চির জীবনের জন্য বিদূরিত করিয়া প্রাণ মন শীতল করিব, এই জন্য নাথ! আশা ও উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া তোমারই সন্নিধানে উপনীত হইয়াছি। তুমি তোমার উৎসাহ জনন প্রফুল্লানন প্রদর্শন করত আমারদিগকে কৃতার্থ কর, আমারদের উৎসব-আনন্দের সাফল্য সম্পাদন কর, কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ঈশ্বরের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি আমারদিগের আত্মার স্বাভাবিক গতি।

ঈশ্বরের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি আমারদিগের আত্মার স্বাভাবিক গতি। ঈশ্বরের নিরাপদ-ক্রোড়ে রক্ষিত হইয়া তাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হয়, তাঁহার প্রসন্নতা রূপ দক্ষিণ-সমীরণে প্রতি নিয়তই প্রফুল্লিত হয়, ইহা আমারদিগের আত্মার ঐকান্তিক ইচ্ছা। নদী যেমন স্বভাবতই সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আমারদের প্রীতি ভক্তিও সেইরূপ সহজেই সেই সৌন্দর্য্যের আকর শোভার ভাণ্ডার পবিত্রতার প্রস্রবণ পরমেশ্বরের প্রতিই উত্থিত হইয়া থাকে। চুম্বকের সঙ্গে লৌহের যেমন একটী অচ্ছেদ্য আকর্ষণ, ঈশ্বরের অনুপম পবিত্রতার সঙ্গে—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমারদের প্রীতি-ভক্তিরও তেমনি একটী নিগূঢ়তম চিরসম্বন্ধ। তাঁহার সহিত আমারদিগের যে একটী আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, আমরা তাহা কোনরূপেই ছেদ করিতে পারি না। তাঁহার সুস্নিগ্ধ প্রেমামৃত পান করিবার নিমিত্ত আমারদিগের যে একটী স্বাভাবিক অনিবার্য্য

তৃষ্ণা, তাহা আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না—কিছু-তেই শান্তি হয় না।

আমারদের এই প্রকৃতি-মূলক স্বাভাবিক তৃষ্ণা থাকাতে আমরা ঈশ্বর হইতে—ধর্ম্ম হইতে কোন কালেই বিচ্যুত হইতে পারি না। মনুষ্য একাকী নির্জ্জনেই বাস করুক, আর বহুজনাকীর্ণ শোভনতম অট্টালিকাতে পরিবারের মধ্যগত হইয়াই অবস্থান করুক, সকল অবস্থাতেই তাহাকে ঈশ্বরের নিমিত্ত—সেই অমৃত-সিন্ধুর নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেই হইবে। এই কারণেই নিবিড় অরণ্য বাসী অতি অসভ্য মনুষ্য হইতে পরম রমণীয় জন-পদস্থিত জ্ঞানাপন্ন সুসভ্য জাতিকে পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের নিমিত্ত লালায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য কেন যত দুরবস্থায় পতিত হউক না, তাহার জ্ঞান কেন যত অল্প হউক না, তাহার প্রীতিস্রোত কোন না কোনরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধাবিত হইবেই হইবে।

মধুমক্ষিকা যে জন্য কোন দূরস্থ উদ্যানের প্রস্ফু-টিত কুসুমের সুসৌরভ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে তৎপ্রতি ধাবিত হয়, মরুভূমি পরিব্রাজক উষ্ট্র যে কারণে তৃণ-শূন্য-অগম্য বালুকা-সাগরের মধ্য দিয়া

যাইতে যাইতে দূরস্থ সরোবরের শীতল জলের আঘ্রাণ প্রাপ্তিমাত্র আপনা হইতেই আগ্রহের সহিত তদভিমুখে গমন করে, আমরাও সেই জন্য সংসার-ক্ষেত্রে পাপ তাপে বিপত্তি বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তিলাভের জন্য সেই অমৃত সাগরকেই অন্বেষণ করি। আত্মার পরম তৃপ্তি-ভূমি পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় লালায়িত হই।

চক্ষুর সঙ্গে জ্যোতির সঙ্গে, দেহের সঙ্গে আত্মার বা কি সম্বন্ধ, সেইপ্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যে নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিক আন্তরিক সম্বন্ধ, এমন শব্দই নাই যে তাহার নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত করা যায়, সংসারে এমন বিষয় নাই, যে যাহার সহিত তুলনা দিয়া তাহার একটু আভাস প্রকাশ করা যাইতে পারে। সংগীতের মাধুর্য্য, ফলের মিষ্টতা যেমন শ্রবণ বা আস্বাদন না করিলে বুঝা যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত—সেই প্রাণ-দাতা মুক্তি-দাতার সহিত আত্মার যে কিরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ, যতক্ষণ না তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়, ততক্ষণ আর তাহা সুন্দর-রূপে অনুভব করা যায় না। তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিলে যে কি

সুখ কি আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার স্বরূপ ভাব কোন রূপেই ব্যক্ত করিবার উপায় নাই।

দুগ্ধপোষ্য শিশু যেমন মাতৃক্রোড়-বাসের অনুপম স্বচ্ছন্দতা আপনাপনিই বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের সুখাবহ সহবাসের যে কি অননুভূত আনন্দ—কি অপার শান্তি কি অনুপম তৃপ্তি, সেই ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব মহাত্মাই সম্যক্ বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার জন্য সংসারের প্রতিকূলে স্বার্থ-পরতার প্রতিকূলে বিনীতভাবে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদতলে যাইয়া উপনীত হইয়াছেন।

ঈশ্বরের সহবাস জনিত পবিত্র আনন্দ প্রতিজনেরই পরীক্ষার বিষয়। ঈশ্বরের সহিত আমারদের আত্মার যে নৈকট্য-সম্বন্ধ তাহা উপদেশ দ্বারা বুঝান যায় না, গ্রন্থপাঠেও তাহার প্রকৃত গম্ভীর ভাব অবগত হইবারও উপায় নাই। কোন ব্যক্তি আসিয়া যদি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করে, নিদারুণ তৃষ্ণার পর জল পান করিলে কিরূপ তৃপ্তি লাভ হয়, সেই প্রশ্নের যেমন এই প্রকৃত উত্তর, যে তুমি একবার পিপাসার পর জল পান করিলেই বুঝিতে পারিবে, এভিন্ন যেমন আর তাহাকে সহজে বুঝাইবার অন্য সুলভ উপায়

নাই ; সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঈশ্বর-উপাসনায় যে কি সুখ, ধর্ম্ম-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা যতক্ষণ না পরীক্ষা করা যায়, যতক্ষণ না ধর্ম্ম-কার্য্য-সাধনে অনুরক্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ আর তাহা কোনরূপেই বুঝিবার উপায় নাই।

ঈশ্বরের প্রীতি-বারি ভিন্ন আমারদিগের আত্মার প্রাণ রক্ষা হয় না বলিয়াই সেই কৃপা-নিধান পরমেশ্বর সকলেরই জন্য স্বীয় নিরাপদ ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন—কাহাকেও আর সেই অমৃতের স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত করেন নাই। সকল দেশীয় নর-নারীগণকেই এই অমূল্য-ধনে অধিকারী করিয়াছেন। তিনি সকলেরই সম্মুখে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় একান্ত পরিজ্ঞেয় যে ধর্ম্ম তত্ত্ব, তাহা তিনি প্রতি হৃদয়ে সহজ জ্ঞানেই প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারই প্রসাদে দুর্জ্ঞেয় বিষয় সকল আমরা সকলে প্রত্যক্ষবৎ অবগত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি। সেই অসীম অপরিমেয় অনন্তের ভাব আমারদের প্রতি আত্মা দর্পণে উপলব্ধি হইতেছে। যেমন আমারদের চক্ষু প্রকৃতিস্থ থাকাতে

এই সমস্ত সুরম্য দীপমালার মনোহর জ্যোতি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি, সেইরূপ আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকাতেই—আমরা সহজ-জ্ঞানে এখানে ঈশ্বরের সত্ত্বা অতি সুন্দর-রূপে উপলব্ধি করিতেছি—হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আনন্দ মনে—প্রীতিকুসুমে তাঁহাকে পূজা করিতেছি। যতক্ষণ আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকে ততক্ষণ জ্ঞানালোচনায় তাহার তৃপ্তি, ঈশ্বর-উপাসনায় তাহার আনন্দ অনুভব হইবেই হইবে। এখন যদি আমরা চক্ষে লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া অন্ধ না হই, তবে আমরা এই গৃহকে আলোকময় দেখিবই। সেইরূপ যদি আমরা আত্মার উদার ভাবকে সঙ্কোচ করিয়া না ফেলি, অমূলক বিশ্বাস-জালে আত্মাকে বিজড়িত করিয়া না রাখি অথবা অন্য কোন রূপে যদি আত্মার প্রাণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা না করি, ঈশ্বরের প্রতি আমারদিগের আত্মার যে স্বাভাবিক গতি, তাহা কিছুতেই অবরোধ করা যায় না। সূর্য্য-মণির যেমন প্রকৃতিই এই, যে সে সূর্য্যাভিমুখে প্রস্ফুটিত থাকে, সেইরূপ আত্মার স্বভাবই এই যে সে ঈশ্বরের অভিমুখে উত্থিত হইবেই হইবে। দিক্‌দর্শনের শলাকাকে যেমন কোনরূপে ধৃত করিয়া

না রাখিলে সে যেমন উত্তর দক্ষিণাভিমুখে সরল ভাবে অবস্থান করে, সেই রূপ আত্মাকে সংসার শৃঙ্খলে—মোহ পাশে বদ্ধ করিয়া না রাখিলে সে নিশ্চয়ই তাহার স্রষ্টা পাতা আশ্রয় দাতা পরমেশ্বরের অভিমুখে গমন করিবেই।

শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিলে যেমন শারীরিক ক্রিয়া সকল সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয়, আত্মাকে স্বাভাবিক অবস্থাতে রক্ষা করিলে, জ্ঞান প্রীতিতে তাহাকে উন্নত করিলে ধর্ম্ম-কার্য্য সকলও অতি সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে। হৃদয়-দর্পণ সুমার্জ্জিত থাকিলে ঈশ্বরের প্রতিরূপ তাহাতে অতি সুন্দর রূপে সহজেই নিপতিত হয়। নির্ম্মল আকাশে যেমন নক্ষত্রপুঞ্জ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সেই পরিশুদ্ধ অন্তরাকাশে ক্রমাগতই অসংখ্য অসংখ্য উদ্ধত সত্য প্রকাশিত হয়—সেই প্রাণ-স্বরূপের অধিষ্ঠানে হৃদয়-কাননে অগণ্য ভাব-কলিকা সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই আত্ম-কূপ হইতে অমূল্য রত্নরাজি উত্থিত হইয়া চির কালের জন্য আধ্যাত্মিক দরিদ্রতা বিদূরিত করিয়া দেয়।

এই অবাত কম্পিত দীপ-শিখা যেমন উর্দ্ধ-মুখে উ-

খিত হইতেছে, কোন বাধা বিঘ্ন না পাইলে আমার-দিগের হৃদিস্থিত ব্রহ্মাগ্নিও সেইরূপ একাদিক্রমে সবল ভাবে ঈশ্বরের প্রতি উত্থিত হইয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে। তবে যে সহস্র সহস্র লোককে প্রকৃত-ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথ-গামী হইতে দেখা যায়, যত্নের অভাব, জ্ঞানের অনাটন, শিক্ষা ও সাধু দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতাই তাহার কারণ। পরিবারের ও জনসমাজের অসাধু দৃষ্টান্ত, কাল পরম্পরা-প্রচলিত দূষিত বিশ্বাস ও সংস্কার সকল সৎপথের—সাধুপথের বিষমতর প্রতি বন্ধক। কিন্তু আশ্চর্য্যের, বিষয় এই, যে এত রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন ও অত্যাচারের মধ্য হইতে—জনসমাজের এমন নিবিড়তম অন্ধকারের অভ্যন্তর হইতেও মনুষ্যের আত্মা অটলভাবে আপনার গম্য পথ লাভ করিতেছে শত শত মহাতেজা সাধুপুরুষ, জন-সমাজের সহস্র বন্ধন ছেদ করিয়া সেই অসীম অনন্ত পুরুষের শরণা গত হইয়া চির-শান্তি লাভ করিতেছেন। ঈদৃশ এক একটী মহাপুরুষের জাগরণে—তাঁহারদিগের কলরবে —আহ্বানে একেবারে এক একটী জন-সমাজের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র

সুপ্তোত্থিত আত্মা সচকিত হইয়া আগ্রহের সহিত জীবনের প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতেছে। ঈশ্বরের প্রতি যদি আত্মার স্বাভাবিক গতি না হইত—সেই ভুমার প্রতি আত্মার যদি একটী অপ্রতিহত আকর্ষণ না থাকিত, তাহা হইলেকি সংসারের সকল সুখ-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া—প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া কোন কালে কোন মনুষ্যকে—কোন একটী আত্মাকে কি আমরা অটলভাবে ধর্ম্মের পথে ঈশ্বরের পথে গমন করিতে দেখিতে পাইতাম ? না পর্ব্বত সমান রাশি রাশি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া উন্নতি পথে মনুষ্য কখন একপদও অগ্রসর হইতে সাহসী হইত?

রাজার দুর্জ্জয় শাসন, লোকসমাজের অসম্ভাবিত প্রপীড়ন—গৃহ পরিবারের দুশ্ছেদ্য বন্ধন তুচ্ছ করিয়া এখনই আমারদিগের সম্মুখে কত-শত সাধু, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এতজ্জ্বালা যন্ত্রণার মধ্য হইতেও প্রফুল্ল-বদনে উন্নত মস্তকে কত শত মহাপুরুষ ধর্ম্মকে মস্তকে করিয়া উন্নতি-পথে উত্থিত হইতে-ছেন। কেবল ঈশ্বরের প্রতি—ধর্ম্মের প্রতি আত্মার স্বাভাবিক গতি বলিয়াই পৃথিবীতে এত বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও মনুষ্যকে ঈশ্বরের জন্য লালায়িত দেখা-

যায়। ঈশ্বর-চিন্তা-ধর্ম্মানুশীলন মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেই অপার আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে—শোক দুঃখ সন্তাপ বিষাদের মধ্যেও ধর্ম্মের-কথা—ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিলে হৃদয়-কমলপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠে—মৃত্যু যন্ত্রণাকে ও মধুময় করিয়া তোলে।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! আমারদিগের প্রতি তোমার যে কত করুণা, তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত হয়। তুমি চুম্বকের ন্যায় আমারদিগের মলিন পাষাণ-হৃদয়কে নিয়ত তোমার প্রতি আকর্ষণ করিতেছ, সেইজন্য সংসার-সাগরের ভীষণতর তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া মানব-কূল অল্পে অল্পে তোমার পদতলে যাইয়া উপনীত হইতেছেন। তুমি আমারদিগের মোহান্ধ-হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশিত হইতেছ বলিয়াই আমরা আমারদিগের গম্য পথ দেখিতে পাইতেছি। নতুবা আমরা যে প্রকার মোহান্ধ জীব তোমার মুখের জ্যোতি দেখিতে না পাইলে সকলই অন্ধকার দেখিতাম।

হে পরমাত্মন! আমরা আপনার দোষেই আত্মাতে

পাপ-মলা সঞ্চিত করিয়া তোমার উজ্জ্বল প্রেম-মুখ সন্দর্শন করিতে না পারিয়াই সংসারে এত অসহ্য যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতেছি। বিকারী রোগীর ন্যায় রসনাকে বিকৃত করিয়া মধুর আস্বাদনকেও তিক্ত বোধ করিতেছি—হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নিকে ভস্ম-আচ্ছাদিত করিয়া অন্যের নিকট অগ্নিকণা ভিক্ষা করিতেছি। হে জীবনের জীবন—অকিঞ্চন গুরু পরমেশ্বর! তুমি তোমার মুখ-জ্যোতি আমারদিগের নিকটে প্রকাশ কর। তুমি কৃপাবারি বর্ষণ দ্বারা আমারদিগের তৃষিত হৃদয়কে শীতল কর—আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর—বঙ্গ-দেশকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই সমু-দায় বিশ্বের একমাত্র বন্ধন।

সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই সমুদায় বিশ্বের একমাত্র বন্ধন। "রথ-চক্রের নাভিদেশে ও নেমি দেশে যেমন অর সকল আবদ্ধ থাকে" সেইরূপ সকল জড়, সমস্ত জীব, সমুদায় ভূত, যাবতীয় লোক, সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁরই অধিষ্ঠানে জড়-রাজ্যের রমণীয় শৃঙ্খলা, প্রাণি-জঙ্গমের পরিপাটী নিয়ম রক্ষা পাইতেছে।

সেই রাজ-রাজেরই শাসনে চারি দিক্ বদ্ধ শৃঙ্খল হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে কোন রূপ উৎপাত সংঘটিত হইয়া জগদীশ্বরের এই শৃঙ্খল-বদ্ধ মঙ্গল-রাজ্যের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। জড় কি জীব যাহাকে সেই সত্য-সঙ্কল্প মহান্ পুরুষ, যতটুকু সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা সকলে আপনাপনি সেই দেব-দত্ত অধিকার রক্ষা করি-য়া নির্ব্বিবাদে সঞ্চরণ করিতেছে। তাঁহারই নিয়মে প্রজা রাজাকে সম্মান করিতেছে, পুত্র পিতার আজ্ঞা-বহ হইয়া রহিয়াছে, স্ত্রী স্বামীকে আপনার প্রীতি

দান করিছে, বন্ধু বন্ধুর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সংসার কাননে বিচরণ করিতেছে।

সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সিংহাসন সকল স্থানেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহারই অধিষ্ঠানে নদী গিরি সাগর, প্রাণি-জঙ্গমের মধ্যে কেহবা বদ্ধ-ভাবে, কেহবা স্বাধীন রূপে তাঁহার অনুগত থাকিয়া পৃথিবীর উন্নতি সাধন করত তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতেছে। অরাজক রাজ্যের কি ভয়ানক উৎপাতই আমরা দেখিতে পাই, পিতৃহীন পরিবারের কি অসম্ভাবিত দুঃখই আমরা প্রতিনিয়ত সন্দর্শন করি। এক বিন্দু ভূমির অধিকারী, অথবা একটী ক্ষুদ্র পরিবারের অধিপতি না থাকিলে যখন দুঃখ শোকের ভয়ানক অত্যাচারে শত শত মনুষ্যকে মুহ্যমান হইতে হয়, পৃথিবীর রাজা—সমুদায় বিশ্বের অধিপতি না থাকিলে যে কি হইত, তাহা স্মরণ করিতে গেলে এখন হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়! শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। পিতার অবর্ত্তমানে যখন ভ্রাতা ভ্রাতার বিরুদ্ধে, কন্যা মাতার প্রতি-কূলে দণ্ডায়মান হইতেছে পৃথিবীর অধিরাজ, বিশ্বের নিয়ন্তা না থাকিলে সূর্য্য চন্দ্রের অধিকার, নক্ষত্র

ধূমকেতুর পথ অবরোধ করিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রলয় দশা উপস্থিত করিত। সমুদ্র পর্ব্বতের স্থানে, পর্ব্বত সমুদ্রের অধিকারে উপস্থিত হইয়া সমুদায় সুখ শান্তিকে এখান হইতে চিরকালের জন্য অপসারিত করিয়া দিত। স্বার্থপরতা বিষয়লালসা এত প্রবল থাকিলেও রাজা প্রজাপীড়নে বলিষ্ঠ দুর্ব্বলের সর্ব্বস্বাপহরণে কোন ক্রমেই হঠাৎ প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কেন না জানিতেছে ঈশ্বর আমারদিগের সকলের নিয়ন্তা, তিনি আমারদিগের সকলের প্রভুরূপে বিরাজ করিতেছেন। কেবল তাঁহার রুদ্রমুখ দেখিয়াই লোকে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম রাজ্যের বিদ্রোহী হইতে সাহস পায় না। তাঁহার শাসনে—তাঁহার অধিষ্ঠানে সকলেই সুশাসিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেবল তাঁহারই মুখ চাহিয়া সকলে সংযত ও সমাহিত হইয়া কাল ক্ষেপণ করিতেছে। তিনি সমুদায় বিশ্বমণ্ডলের একমাত্র শঙ্কুস্বরূপ। সকলই তাঁহাতে সংলগ্ন—সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। জড় কি জীব, তাঁহার আদিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা গমন করিতে গেলে, সেই সেতুস্বরূপ পরমেশ্বরের শাসনেই তাহাদিগকে স্ব-

স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। মাধ্যাকর্ষণ যোগাকর্ষণে যেমন পদার্থ মাত্রই আবদ্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ ঈশ্বরের এক ইচ্ছাসূত্রে—তাঁহার এক নিয়ম শৃঙ্খলে স্থাবর জঙ্গম সম্বলিত সমুদায় বিশ্বমণ্ডল আবদ্ধ হইয়া ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। আকর্ষণ শক্তিকে সংহত করিলে যেমন চন্দ্র সূর্য্য নদী গিরি সমুদ্র প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অসম্বন্ধ ও উৎশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, সেইরূপ সমুদায় জগতের প্রাণ, সমুদায় বিশ্বের বন্ধন যে পরমেশ্বর, তিনি যদি তাঁহার ঐশি শক্তিকে মুহূর্ত্তের জন্য প্রত্যাহর করেন তাহাহইলে এক নিমেষেই সমুদায় পদার্থ বিনাশ গ্রাসে পতিত হয়। সমুদ্র-সলিল অন্তরিত হইলে যেমন নদ নদী হ্রদ সরোবর সকলই শূন্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ যদি তাঁহার ইচ্ছা স্রোতকে তিনি এক পলের জন্য স্থগিত করেন, তাহা হইলে সমুদায় বিশ্ব একেবারে-জীবনও জ্যোতি শূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সূর্য্য নির্ব্বাণ হইয়া যায়, চন্দ্রতারা বিলুপ্ত হয়, গিরিরাজ হিমাচল অন্তরিত হইয়া যায়—সমুদায় পৃথিবী—সমগ্র বিশ্বমণ্ডল চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া স্তব্ধ শ্মশান ভুমি হইয়া পড়ে।

পরমেশ্বর সকলের প্রাণরূপে বিরাজমান থাকাতে, সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি স্বয়ং সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন বলিয়া বিশ্বমণ্ডল যথা নিয়মে সংবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাঁহারই অধিষ্ঠানে আমারদিগের কি গৃহ্য কার্য্যের, কি সামাজিক কার্য্যের, কি ধর্ম্মরাজ্যের সকল নিয়মই রক্ষা পাইতেছে। তিনি বিনা সংসারের সকল বন্ধন—সকল গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে—সমুদায় বিশ্বমণ্ডল জীবন শূন্য হইয়া যায়।

সেই প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপ জাগ্রত জীবন্ত পরমেশ্বর আমারদিগের সম্ভজনীয়। তিনিই কেবল আমারদিগের একমাত্র সেবনীয় ও স্তবনীয়। যে হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব নাই, যে মনোরাজ্যে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই, সে অরাজক শূন্য-হৃদয়-রাজ্যে কি উৎপাত না হইতে পারে? হিংস্রক-জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্য অপেক্ষাও সে হৃদয় অতি ভয়ানক স্থান। তাদৃশ শূন্য-হৃদয় ব্যক্তি অন্তরে বাহিরে কেবলই বিশৃঙ্খলা সন্দর্শন করে। সে আত্মা প্রাণ হারা হইয়া সমুদায় সংসারকে প্রাণ শূন্যই অবলোকন করে। কি পরিবারের মধ্যে, কি লোকসমাজে,

কি নির্জন বনে তাঁহার তৃপ্তি আর কোথাও হয় না। তাঁহার সম্মুখে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধই থাকে।

পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যেখানে আপনার সাক্ষাৎ পিতা আপনার প্রত্যক্ষ গৃহ-দেবতা পরমেশ্বরের প্রসন্নতার উদ্দেশে অবিরক্ত চিত্তে উৎসাহের সহিত কি পারিবারিক কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক, সকল কার্য্যই সম্পাদন করেন, ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সেখানে আত্মসুখের জন্য কার্য্য করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। রাজ-বিদ্রোহী ব্যক্তি, যেমন রাজ-শাসন তুচ্ছ করিয়াও সুখী হইতে পারে না, বনবাসী হইলেও যেমন তাহা-র আন্তরিক ভয় ও ব্যাকুলতা অন্তরিত হয় না, সেই-রূপ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধর্ম্ম-রাজ্যের বিদ্রোহি হইয়া, আপনাকে ধর্ম্ম নিয়মের বশবর্ত্তী করিতে ইচ্ছুক না হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার শান্তি লাভ হইবার উপায় নাই। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন হইলেও সে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সে যে স্থানে—যে অবস্থাতে কেন অবস্থান করুক না, ভয়েতে গ্লানিতে তাহাকে বিকম্পিত হইতে হইবেই হইবে। জীবন হইতে মাংস স্বতন্ত্র থাকিয়াও

যদি জীবিত থাকে, তবে সে যেমন মৃত্যুরই জন্য, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে ধর্ম্ম হইতে আমরা পৃথক্ হইয়াও যদি জীবিত থাকি তাহাও নিশ্চয়ই অনিষ্টের জন্য—বিনাশেরই নিমিত্ত।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা দুইটী তৃণকেও একত্র করিতে পারি না। তাঁহার সাহায্য না লইয়া আমরা দুইটী আত্মাকে এক পলের জন্যও একত্র সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই না। ভূমণ্ডলে এক একটী জাতীশ্বর লক্ষ লক্ষ মনুষ্যকে রাজ-নিয়মে আবদ্ধ করিয়া এই জন্যই রাখিতে পারে, যে সেই সমস্ত রাজ-বিধি ঈশ্বরের কল্যাণ-গর্ভ সুখকর নিয়মেরই অনুলিপি। গৃহস্বামী যে পুত্র কলত্র পৌত্র দৌহিত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে শান্ত হৃদয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, ঈশ্বরের পিতৃ-ভাবই তাহার আদর্শ।

যে রাজ্যে ধর্ম্মের শাসন নাই, যে পরিবারে ঈশ্বরের প্রীতি-বন্ধন নাই, যে হৃদয়ে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই, সে রাজ্য, সে পরিবার, সে হৃদয় তো বিষাদেরই আলয়, তাহা তো শোক সন্তাপেরই আয়াতন।

আমরা যে সকলে এখানে একত্রিত হইয়াছি কিসের জন্য? ঈশ্বরেরই নিমিত্ত। সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরই এই উপাসনা মন্দিরে আনয়ন করিবার-একমাত্র আকর্ষণ। যতক্ষণ ধর্ম্মের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের যোগ থাকিবে, ততক্ষণ আমরা এখানে বিনীত ভাবে অবস্থান করিব। ততক্ষণ আমাদের যে এই স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব, ইহা কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। যতক্ষণ সেই সত্যসূর্য্যকে আমরা এখানে প্রকাশিত দেখিব, ততক্ষণ আমারদিগের হৃদপদ্ম বিকশিত থাকি[ল]। সেই প্রাণ-সখাকে গন্ধদান করিবেই করিবে। যতক্ষণ অন্তরাকাশে প্রিয়তমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দেখিব, ততক্ষণ আমরা কর পুটে ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত থাকিবই।

এক ঈশ্বর-প্রীতির বন্ধনে—তাঁহার ধর্ম্মের বন্ধনে এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ জীব এক পরিবারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এক ঈশ্বরের সম্বন্ধে দুস্তর-সমুদ্র, দুর্লঙ্ঘ্য-পর্ব্বতের পর-পারবর্ত্তী জনগণও আমারদিগের নিকটে প্রতিবেশীর ন্যায় প্রতীত হইতেছেন; কেবল এক ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে এই ভূলোক হইতে

উন্নত দেবলোক পর্য্যন্ত আমাদিগের উন্নতির সোপান সংলগ্ন রহিয়াছে। আকাশের অগণ্য লোক-মণ্ডল পর্য্যন্ত এক সূত্রেই গ্রথিত রহিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যোগ থাকিলে আকাশ বা কালের ব্যবধানে কিছুই আমারদিগের নিকটে দূর বা অন্তর হইতে পারে না। তাঁহাতে প্রীতি ও অনুরাগ বদ্ধ থাকিলে ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ভাব ধারণ করে।

সকলের ঐক্য স্থল, সকল আত্মার বিশ্রাম-ভূমি যে ঈশ্বর, তাঁহাকে ভুলিলেই আমারদিগের দুর্গতি ও অধোগতি লাভ হয়। তাঁহার প্রীতি-সূত্র [illegible]ক্ষণ আমারদিগের হস্তে থাকে, ততক্ষণ সকলই সুশৃঙ্খল সকলই সুসম্বন্ধ দেখিতে পাই। যখন তাঁর প্রীতি সূত্রকে পরিত্যাগ করি, তখনই দিশা হারা হই, তখনই চারিদিক্ অন্ধকার অবলোকন করিতে থাকি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগের সর্ব্বস্ব। তোমার সম্বন্ধে সকলেই আমাদের প্রিয়—নকলেই আমারদিগের আত্মীয়। যখন তোমার পিতৃভাব হৃদয়ে প্রকাশ পায়, তখনই এই পৃথিবী একটি গৃহস্বরূপ বোধ হয় এবং সমুদায় মনুষ্য-জাতি ভ্রাতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। দূর হইতে দূরস্থ লোক

নিবাসী জ্ঞান-ধর্ম্ম সমন্বিত জীব সকল, প্রতিবাসীর ন্যায় অনুভূত হয়।

যখন তোমার অনুরাগের আলোকে সংসারকে সন্দর্শন করি, তখন ইহা কি উজ্জ্বল বেশই ধারণ করে! তখন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এক হইয়া যায়! আবার যখন তোমাকে ভুলিয়া যাই, তখন পিতাপুত্রের ভ্রাতাভগিনীর পতিপত্নির যে স্বাভাবিক অকাট্য সম্বন্ধ, তাহাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের কাহারও সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদিগর নিকটে প্রকাশিত থাক, আমরা তোমার মঙ্গল স্বরূপকে আদর্শ করিয়া জীবন-পথে—উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি, সম্পদ বিপদে তোমার প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হই। তোমার অক্ষয় সাহায্য লাভ করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মে প্রীতি-পবিত্রতাতে উন্নত হইয়া তোমার সহবাসের উপযুক্ত হইতে যত্ন করি। এই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উন্নতিই সংসারের জীবন—উন্নতিই আত্মার প্রাণ।

উন্নতিই সংসারের জীবন—উন্নতিই আত্মার প্রাণ। জগদীশ্বরের বিশ্ব-ব্যাপার কেবল উন্নতিরই ব্যাপার। অন্তরে বাহিরে যেখানে দৃষ্টিপাত করি, সেই খানেই দেখি, উন্নতির পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে। স্বদেশ বিদেশে, স্বজন নির্জ্জনে, পর্ব্বত কন্দরে, যেখানে যাই— সেই খানেই দেখি, সমুদয় জড়, সমুদয় জীব কেবল উন্নতির সোপানে আরোহণ করত বসুধাকে জীবন যৌবনে, সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ করিতেছে। পৃথিবী কালে কালে, স্তরে স্তরে, সমুন্নত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে প্রকৃতির উন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রতি বৎসরেই জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে—প্রতি দিনই মনুষ্যের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে।

শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন, সকল শাস্ত্রেরই উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। যেসমস্ত সত্য কোন কালেই পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই, যে সমস্ত ভাব-কলিকা কখন কাহারও হৃদয়-কাননে প্রস্ফুটিত হয়

নাই, যে সমস্ত ধর্ম্মভাব বহু কালাবধি স্ফূর্ত্তি পায় নাই, কালক্রমে মনুষ্যের উন্নতিশীল আত্মা হইতে সেই সকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছে। বর্দ্ধন উন্মুখ সুগভীর আত্মা-খনি হইতে সেই সমস্ত অক্ষয় নিধি বিনির্গত হইয়া বসুধার মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। মানবকুলের মহত্ত্ব বিস্তার করত জগদীশ্বরের অপার করুণা, অনুপম মহিমাকে মহীয়ান্ করিতেছে।

জ্ঞান-ধর্ম্মের কথা, অবিনশ্বর উন্নতিশীল আত্মার কথা দূরে থাকুক, এই জড় জগতের আজন্ম কাল হইতে কত উন্নতিই হইতেছে। বসুধা প্রত্যেক আহ্নিক আবর্ত্তনে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থার বিষয়—সেই অগ্নিময় দ্রব ধাতুপিণ্ডের বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি, কি বিচিত্র কৌশলে বিশ্বপতি তাঁহার এই সংসার-চক্রকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে দিন দিন উত্থিত করিতেছেন। সেই দ্রবময় ধাতু পিণ্ডকে ক্রমে উন্নতি চক্রে ঘূর্ণিত করিয়া কেমন বিচিত্র কৌশলে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিতেছেন। সেই শোভাশূন্য—জনশূন্য ধাতুস্তূপ এখন অগণ্য প্রাণি পুঞ্জের সুখধাম রূপে পরিণত হইতেছে । ঈশ্বরের

বিশ্বরাজ্যে উন্নতি না থাকিলে, এই পৃথিবীতে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত না হইলে, কে এই শ্রীহীনা বসুধার মুখশ্রী সন্দর্শন করিত ? কেবা এখানকার সুখ সম্পদের জন্য লালায়িত হইত? সামান্য বালুকণা হইতে উচ্চতম হিমাচল অবধি, ক্ষুদ্রতম শৈবালসূত্র হইতে বৃহত্তর তরুবর পর্য্যন্ত সকলেই পৃথিবীতে উন্নতির নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। শীত বসন্ত, নিদাঘ বরষা, প্রভৃতি প্রত্যেক ঋতু মঙ্গলের অনুচর হইয়া এক বাক্যে পৃথিবীতে উন্নতি সংবাদ প্রচার করিতেছে। প্রতিদিন আমারদিগের সম্মুখে— আমারদিগের গৃহপ্রাঙ্গণেই কত শত কার্য্য উন্নতির পরিচয় প্রদান করত জগদীশ্বরের সুমহান্ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতেছে। সূক্ষ্মতম বালুকণা সকল জল স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, স্থানে স্থানে দ্বীপ উপদ্বীপ সকল সংরচিত করিতেছে, সূত্রসম ক্ষীণ রেখাবৎ জলধারা সকল গিরিগাত্র হইতে বিনির্গত হইয়া নদনদী রূপে পরিণত হইতেছে, অণুপ্রমাণ বীজকণিকা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়াই ক্রমাগত উন্নত হইতেছে, পৃথিবীর অধিপতি পৃথিবীর রাজা যে আত্মা, সে কি একভাবেই অবস্থান করিবে! তাহার সম্মুখে কি

উন্নতির দ্বার চিরকালের জন্য লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে? যখন মাতৃগর্ভ-স্থিত রক্তপিণ্ড উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন সুচারু দেহরূপে পরিণত হইতেছে, যখন সেই দুর্ব্বল ক্ষীণ হীন পরাধীন দেহ ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর অন্নজলে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইতেছে, তখন ইহার প্রাণ যে আত্মা, তাহার কি উন্নতি হইবেনা? অবশ্যই হইবে। আত্মার উন্নতির ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আমরা প্রতিদিনের পরীক্ষাতেই আত্মার উন্নতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতেছি, আমরা প্রতি দিনের পদ বিক্ষেপেই আত্মার উন্নতির উচ্চতর সোপান প্রাপ্ত হইতেছি।

বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য মনুষ্যের এই তিনটী অবস্থার বিষয় স্থির চিত্তে কিয়ৎকাল পর্য্যালোচনা করিলে জীবাত্মার উন্নতির ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৈশবাবস্থার সহিত মনুষ্যের যৌবনাবস্থার— আবার যৌবনবাস্থার সহিত বৃদ্ধের দেব-ভাবের তুলনা করিয়া দেখ, স্পষ্ট দেখিতে পাইবে মনুষ্যের জ্ঞান ধর্ম্ম একাদিক্রমে কেমন বিচিত্র কৌশলে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, এই এক

একটি সময় আত্মার উন্নতির পক্ষে এক একটি যুগান্তর বলিলেই হয়। বাল্যাবস্থা হইতে যখন যৌবন সীমায় মনুষ্য উপনীত হয়, তখন তাহার জ্ঞান-বিষয়ে ভাব-বিষয়ে ধর্ম্ম-বিষয়ে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতেই থাকে। তাহার যে শরীর যে মন, বাল্যাবস্থায় কতকগুলি সুচিত্র পার্থিব পদার্থ লইয়া পরম-সুখে দিনপাত করিয়াছে, যৌবন রূপ বসন্ত ঋতুর মলয় সমীরণ সংস্পর্শে, বৃক্ষ যেমন নব পল্লব, নব মুকুল ধারণ করিবার পূর্ব্বে পুরাতন পত্র সকল পরিত্যাগ করে, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ যৌবন-সীমায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে বাল্যাবস্থার সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মের সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিতে থাকে। বাল্যকালে যে শরীর গৃহ-প্রাঙ্গণে বিচরণ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছে, যে চক্ষু গৃহস্থিত দ্রব্যাদির শোভা সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া—যে কর্ণ সামান্য বাদ্য যন্ত্রাদির অকিঞ্চিৎকর ধ্বনি শ্রবণ করত বিস্ময়রসে অবিভূত হইয়াছে, যৌবন সীমায় উপনীত হইবামাত্র বাল্য-জীবনের একটি মাত্র উপকরণও শরীর-মনের শান্তি সাধন করিতে পারে না। তখন তাহার আশা অধিকার সকলই

উন্নত হইয়া পড়ে। বাল্যকালের কোন একটি চিন্তাও আর তাহার আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। যৌবন অবস্থায় যেমন মনুষ্যের শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-ধর্ম্মেরও অসম্ভাবিত উন্নতি হইতে থাকে। সেই সময়ে মনুষ্যের এক একটি সাধু বৃত্তি বলবতী হইয়া তাহার সম্মুখে পবিত্র সুখের সমুদ্রকে আনয়ন করিয়া দেয়, সেই সময়ে তাহার মানস উদ্যানে শত শত অনুপম ভাব কলিকা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যে দিগ্‌বিভাগ আমোদিত করিতে থাকে—তাহার প্রীতি ভক্তি উন্নত হইয়া স্বর্গাভিমুখে উত্থিত হইতে থাকে। এই সময়েই ধর্ম্ম-স্পৃহা, ঈশ্বর-স্পৃহা, জাগ্রত হইয়া এই অধোলোকে ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিয়া দেয়। নলিনী যেমন দুর্গন্ধময় পঙ্ক-রাশি মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃণাল-স্তম্ভ অবলম্বন করত ক্রমে ক্রমে জলসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক উন্নত মস্তকে শ্রী সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া বিশুদ্ধ সমীরণে স্বীয় সুসৌরভ বিস্তার করিতে থাকে; মনুষ্যও সেই রূপ মর্ত্ত্য জীব হইয়া মর্ত্ত্য পদার্থের অভ্যন্তরে থাকিয়া এক ধর্ম্ম-স্পৃহা—ঈশ্বরস্পৃহা

প্রভাবে এই অধোলোকেই মৃত্যুর অতীত বিষয় লাভ করিতে থাকে। তাহার প্রীতিকলিকা সংসারে এই বিনশ্বর ধূলার পিঞ্জরের মধ্য হইতে দেবানুগ্রহে অমৃত সোপানে যাইয়া বিকসিত হয়—তাহার সুদুর্লভ সৌগন্ধ তাহার স্রষ্টা ঈশ্বরকেই অর্পণ করে। যৌবনকালে মনুষ্যের হৃদয়ে দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সেই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে মনুষ্যের আত্মা ক্রমাগতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যৌবনাবস্থায় মনুষ্যের কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল হইয়া তাহাকে পশুবৎ আচরণে কখন কখন প্রবৃত্ত করে, তাহাকে পিশাচের অনুচর করিয়া তোলে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার সে কেমন প্রভূত বলের সহিত উত্থিত হইয়া সকল আকর্ষণ—সকল প্রলোভন অতিক্রম করিয়া উন্নত মস্তকে বৈরনির্যাতনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। কেমন অনুতাপিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বর সন্নিধানে মোহ-জনিত পাপ-রাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রার্থণা করত দেবানুগ্রহ লাভ করিয়া শতগুণ বল প্রকাশ করিতে থাকে। যাহারা ক্ষীণ মতি তাহারই সংসারের শোক সন্তাপ বিপত্তি বিষা-

দের ভীষণ-তরঙ্গ সন্দর্শন করিয়া পৃথিবীকে কারা গৃহের ন্যায় বোধ করে। বিশ্ব স্রষ্টা পরমেশ্বরকে আপনারদিগের প্রবৃত্তি-অনুরূপ দানব পিশাচের ন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকে। সংসার যে শিক্ষার ভূমি, আত্মা যে উন্নতিশীল, বিশ্বের অধিপতি যে পূর্ণ-মঙ্গল-স্বরূপ, এতদ্বিষয়ে তাহারদিগের বিশ্বাস সহসা সংস্থাপিত হয় না। তাহাদিগের অপরিশুদ্ধ জ্ঞানালোক এই সমস্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য সকল প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাদিগের দুর্জ্জয় ভ্রান্তি, দূষিত বিশ্বাস ও সংস্কার এই স্বর্গীয় সত্য-জ্যোতিকে তাহাদিগের হৃদয় কুটীরে প্রবেশ করিতে দেয় না। অন্ধকার যেমন অমূল্য রত্নরাজীকে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, তাহাদিগের ভ্রান্ত বুদ্ধিও সেইরূপ এই সমস্ত সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য সকলকে সহসা স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না। আপনারদিগের প্রবৃত্তি অনুরূপ পরমেশ্বরে দোষ গুণের আরোপ করিয়া আশা উন্নতির মূলচ্ছেদ করত পরিশেষে উন্মাদের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া—ধর্ম্মের বিবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে থাকে।

অনন্ত উন্নতিস্পৃহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি মূলক।

সংসার আকর্ষণ—সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া জ্ঞান-প্রীতি-পবিত্রতাতে উন্নত হইব—দেব ভাব উপার্জ্জন করিব—ধর্ম্মভুষণে আত্মাকে বিভুষিত করিয়া দিন দিন ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিব, মনুষ্যমাত্রেরই আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই মহত্তর ইচ্ছাটি উত্থিত হইয়া থাকে। আমি পাপ তাপে মলিন হইয়া থাকি, আমি অশ্রু জলে চিরদিন বক্ষঃস্থল প্লাবিত করি, আমি অসহায় নিরুপায় হইয়া অসীম প্রান্তরে অনন্ত-জীবন বিচরণ করি—কারাগৃহে অনন্তকাল আবদ্ধ থাকি, এমন ইচ্ছা কি কখনও কাহার হৃদয়ে মুহূর্ত্ত কাল স্থান পাইতে পারে? পূর্ণজ্ঞান, পুর্ণমঙ্গল, পূর্ণপ্রেম, পরমেশ্বরেরও কি কখন এমন অভিপ্রায় হইতে পারে যে, তাঁহার স্নেহের ধন—তাঁহার কৃপার পাত্র সন্তান সকল অনন্তকালের জন্য অনন্ত-দুর্গতি সাগরের নিমগ্নিত হয়? তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অনন্ত নরকাগ্নিতে অনন্তজীবন দগ্ধীভূত হইতে থাকে? জ্ঞানকে বিসর্জ্জন না দিলে—যুক্তি বিবেকের এক কালে মূলচ্ছেদ না করিলে আর এই অমূলক বিশ্বাস কাহারও হৃদয়-ভুমিতে স্থান পায় না।

যখন কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর জননীগর্ভ হইতে একাদিক্রমে অজস্ররূপে করুণা বিতরণ করিতেছেন, যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধ, হৃদয়ে স্নেহ প্রেরণ করিয়া ভাবি অভাব দূর করিয়া আসিতেছেন, যখন তিনি চক্ষুর পূর্ব্বে আলোক, পিপাসার পূর্ব্বে জল, ক্ষুধার পূর্ব্বে অন্ন, রোগের পূর্ব্বে ঔষধ, আত্মার পূর্ব্বে জ্ঞান ধর্ম্ম সকলই সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া আমাদিগের অশেষ সুখ সাধন করত স্বীয় অপার করুণা অসীম জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, যখন তিনি প্রতি নিশ্বাসে আমার-দিগের প্রতি অনির্ব্বচনীয় মাতৃ স্নেহ প্রকাশ করি-তেছেন, তখন কি সেই ন্যায়বান্ রাজা, করুণাময় পিতা, তাঁহার একটি মাত্র নিয়ম উল্লঙ্ঘন জনিত অপরাধে আমাদিগকে অনন্ত-নরকাগ্নিতে অনন্ত কালের জন্য নিক্ষেপ করিবেন ? আমারদিগের বল বুদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্মের সীমাশক্তি সমুদায় জানিয়াও কি তিনি পরীক্ষার জন্য—নির্যাতন প্রপীড়ন করিবার নিমিত্ত আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ? চিরাশ্রিত চিরানুগত সন্তানগণকে দণ্ড দেওয়া, অনন্ত দুঃখে দগ্ধীভূত করাই কি সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের

স্মৃতির লক্ষ্য হইতে পারে ? যখন এইরূপ আত্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তখন অন্তর বাহির হইতে, নদী গিরি কানন হইতে ইহার বিপরীত উত্তর পাই। সকলেইবলে অনন্ত-উন্নতি মঙ্গলময়ের মঙ্গল-রাজ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকল সাজ সজ্জা কেবল সুখ শান্তিরই উপকরণ। সকল ঘটনা—সকল পরিবর্ত্তন কেবল মঙ্গলেরই প্রস্রবণ। ঈশ্বর-প্রেরিত সকল বিপদই উপদেশ, সকল যন্ত্রনাই ঔষধ। আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে গভীর নিনাদে কেবল এই উত্তরই প্রাপ্ত হই।

সেই পরম ন্যায়বান্ রাজা, পরম করুণাময় পিতা, শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন জনিত রোগ যন্ত্রণা-রূপ, দণ্ড প্রেরণ দ্বারা, যেমন তিনি রোগীকে স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে যত্নবান্ করেন, সেইরূপ তিনি পাপীর হৃদয়ে তাঁহার সুখাবহ ধর্ম্ম-সেতু উল্লঙ্ঘন জনিত অপরাধের জন্য অনুতাপ ও আত্মগ্লানিকে প্রেরণ করত তাহাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে, তাঁহার প্রসন্নতা সাধনে শতগুণে যত্নবান্ করিয়া স্বীয় অপার করুণা, অনুপম যাথার্থিকতার পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন।

তাঁহার কোন সন্তান কোন শারীরিক নিয়ম উল্ল-

জ্ঞান করিলে যেমন এককালে তাহার শরীর নিপাত করা অথবা অঙ্গক্ষয় করা তাঁহার লক্ষ্য নহে, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম পালনে অবহেলা করিলে এককালে আত্মার প্রাণ বিনষ্ট করা অথবা অনন্ত দুঃখাগ্নিতে নিক্ষেপ করাও তাঁহার অভিসন্ধি নহে।

যেমন তিনি শরীরের বিকার দূর করিবার জন্য নানা বিধ ঔষধ পথ্য বিধান করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি আত্মার বিকার বিদূরিত করিবার নিমিত্ত অনুতাপ ও আত্মগ্লানিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কেবল মঙ্গল হয়, শান্তি হয়, সুখ হয়, এই তাঁহার সকল নিয়মের—সকল দণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মনুষ্য যে মনুষ্যকে শাসন করে, রাজা যে প্রজাকে দণ্ড বিধান করে, তাহাতে তাঁহারদিগের পরিশুদ্ধ ন্যায়পরতা প্রদর্শিত হওয়া সম্ভব নহে। সে উদাহরণ দ্বারা পরমেশ্বরের অনন্তজ্ঞান অনন্তমঙ্গল ভাবের অনুমোদিত দণ্ড পুরস্কারের উদার উন্নত ভাব কোন রূপেই বুঝা যায় না। মনুষ্য একদেশদর্শী, মনুষ্য স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞান পরিমিত বুদ্ধি দ্বারা বাহিরের কার্য্য দেখিয়াই দণ্ড পুরস্কার বিধান করেন। মনুষ্যের বিচার মূলে স্বার্থপরতা পক্ষপাতিতা

জিঘাংসা ক্রোধাদি থাকাও অসম্ভব নহে। মনুষ্যের চক্ষে সাধু অসাধুরূপে—মনুষ্যের বিচারে অসাধু সাধু রূপে দণ্ডিত পুরস্কৃত হইয়া থাকে। অপরাধ করিলে দণ্ড দেওয়া মনুষ্যের ন্যায় প্রবৃত্তিরও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সে দণ্ড দ্বারা অপরাধীর প্রকৃত মঙ্গল হয় কি না, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বর, আমারদিগকে যে শাস্তি দেন, দণ্ড বিধান করেন, তাহা তাঁহার পূর্ণমঙ্গল ভাবের অনুমোদিত। তদ্দ্বারা আমারদের মঙ্গল হয়, উন্নতি হয় এই তাঁহার লক্ষ্য।

আমরা যতটুকু তাঁহার শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি, ততটুকুই যেমন দণ্ড ভোগ করি, সেই রূপ আমরা যতদূর তাঁহার ধর্ম্মের আদেশ অবহেলা করি, তিনি তদনুরূপই শাস্তি বিধান করেন। পাপের অনুরূপ দণ্ড দেওয়া, অনিষ্ঠ আচরণের উপযুক্ত ক্লেশ অর্পণ করা যখন পৃথিবীতে রাজদ্বারে ধর্ম্মাধিকরণেও প্রতিনিয়ত সন্দর্শন করা যায়, তখন যিনি ন্যায়ের অনন্ত উৎস, সত্যের অশেষ খনি, দয়ার অপার সমুদ্র পরমেশ্বর, তিনি কি অনুপ্রমাণ অপরাধের জন্য পর্ব্বত সমান দণ্ড বিধান করিবেন—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া

অনন্তদুঃখে নিক্ষেপ করিবেন, অনন্ত উন্নতির দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন,ইহা কি কোন প্রকারেই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে ?

ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ সুন্দররূপে অবগত না হওয়াতে এবং প্রকৃতি মূলক দুর্ণিবার্য্য অনন্ত-উন্নতি স্পৃহাকে স্থগিত করিতে সমর্থ না হওয়াতে ভূমণ্ডলে নানা জাতি মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক নানা মত প্রচলিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই অনন্ত উন্নতি স্পৃহাকে চরিতার্থ করাই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ঈশা মুশা মহম্মদ প্রভৃতির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া সকল কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বীরাই ঈশ্বরের স্বরূপের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে,মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বর অবতার স্বীকার করত সকল জাতিই পরমেশ্বরের প্রসন্নতা সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। বেদ কোরাণে, বাইবেল পুরাণে ঈশ্বর—অবতারের আবশ্যকতা বিষয়ে যে সমস্ত বাক্জাল বিস্তৃত হইয়াছে, পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের অনবধানতাই তাহার মূল কারণ।

মানব কূলের সৌভাগ্য ক্রমে পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া সেই প্রাচীন তর্ক-তরুর মূলচ্ছেদ করিতেছেন। মনুষ্যের আত্মার সম্মুখে অনন্তউন্নতির সরল সোপান

প্রদর্শন করিতেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে পরিশুদ্ধ অগ্নিময় উপদেশ প্রদান করত আত্মার নির্ব্বাণ প্রায় আশা-প্রদীপকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছেন। পথ-ভ্রান্ত দীন দরিদ্র পাপী তাপী সাধু অসাধু সকল সন্তানকে সেই পরম মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিতে-ছেন। বহু কালের ধর্ম্ম বিরোধকে পৃথিবী হইতে বিদায় দিতেছেন।

হে করুণা মঙ্গলের অনন্ত উৎস পরমেশ্বর! তুমি তোমার চিরাশ্রিত সামান্য জীবকে কি মহত্তর অধি-কারই প্রদান করিয়াছ! তুমি তোমার দ্বারের ভি খারিকে কি অশেষ সুখ রাজ্যেরই অধিকারী করি-য়াছ! সংসারের বিষাদ-ঘন ভেদ করিয়া তোমার পবিত্র মুখের বিমল জ্যোতি এক এক বার সন্দর্শন করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করি, তুমি দেব-লোক হইতে দেব-লোকে—উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে তদপেক্ষা পবিত্রতর মহত্তর আনন্দ উত্তরোত্তর বিধান করিবে—শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তুমি তোমার প্রেম-মুখ ক্রমে ক্রমে আমারদিগের নিকটে প্রকাশ করিবে! যখন ইহা মনে হয়, তখন সংসারের সুখ সম্পদ সকলই ভুলিয়া যাই। ব্যোমযানস্থিত আকাশ

বিহারি ব্যক্তি যেমন তাহার নিম্নস্থ আকর্ষণ রজ্জু-চ্ছেদের সময়কে সস্পৃহ নেত্রে প্রতীক্ষা করিতে থাকে, আমার আত্মাও সেইরূপ সংসারবন্ধন—হৃদয়গ্রন্থি ছেদ করিয়া সেই অনন্ত সুখধামে যাইবার জন্য তদপেক্ষা সহস্র গুণে ব্যগ্র হয়, বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইবার ন্যায় হৃদয় মন যার পর নাই অস্থির হইতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! তুমি তোমার এই পবিত্রতম ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করত সংসারের কি মহত্তর উন্নতিই সাধন করিতেছ। তুমি সহস্র সহস্র আত্মাকে রক্ষা করিলে—কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম দিয়াই তুমি এদেশের দুর্ব্বলতা পরিহার করিলে, সংসারের মলিনতা অন্তরিত করিয়া দিলে।

নাথ! তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, তোমার যশ সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক, প্রতিগৃহে তোমার পূজা অনুষ্ঠিত হউক, প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি আত্মাকে অধিকার করুক, লোমাঞ্চিত শরীরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কায়-মনোবাক্যে এইমাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাধু ইচ্ছা কখনই অসম্পন্ন থাকে না।

সাধু ইচ্ছা কখনই অসম্পন্ন থাকেনা। সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। আমরা যদি পাপ হইতে বিরত হইয়া আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখিতে ঐ-কান্তিক যত্ন করি—ঈশ্বরকে অহরহ প্রীতি করিতে স-চেষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদিগের সেই সাধু ইচ্ছা অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সংসারের কোন বস্তুই তাহার প্র-তিকূলতাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কে-ননা সেই সিদ্ধি দাতা পরমেশ্বর স্বয়ংই ইহার সহায়।

আমরা সাধু হই, উন্নত হই, তাঁহার পবিত্র সহবাসের যোগ্য হই, ইহা সেই পূর্ণ-মঙ্গল অনাদ্যনন্ত পরমেশ্ব-রের একমাত্র অভিপ্রেত; আমরা তাঁহার সেই অমোঘ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইলে কেনই বা কৃতকার্য্য না হইব? আমারদিগের যাহা ইচ্ছা, যখন ঈশ্বরের তাহাই অভিপ্রেত হইল, তখন সেই রাজাধিরাজের মঙ্গল অভিপ্রায় কেন না সুসিদ্ধ হইবে। আমরা তাঁ-হাকে একাগ্র-চিত্তে প্রীতি করিতে যত্নবান্ হইলে কেনই বা তাঁহাকে প্রীতি করিতে সমর্থ না হইব?

তিনি প্রীতির এমনি স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা কোন্ মতেই অনিত্য সংসার-মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। অচির বিষয় বিভব, অস্থায়ী স্ত্রী পুত্র পরিবারে প্রীতি করিয়া কোনক্রমেই প্রীতি-বৃত্তি চরিতার্থ হয়না। প্রীতির চরিতার্থতার স্থল ভূমা ঈশ্বর স্বয়ংই। গঙ্গা যে রূপ বহু যোজন ভূমি অতিক্রম করিয়া তাহার গম্য স্থান মহাসমুদ্রে যাইয়া সম্মিলিত হইতেছে, আমারদিগের প্রীতি নদীও সেই রূপ সুবিশাল সংসার-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রীতির অনন্ত সমুদ্র যে ঈশ্বর, তাঁহাতে পতিত হইবার জন্য নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে।

বেগবতী নদীর সমুদ্র সমাগম পথে অভ্রভেদী উন্নত পর্ব্বত সংস্থাপিত হইলে সে যেমন আপনার বলে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাবেগে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ আমারদিগের প্রীতি-প্রবাহের সম্মুখে যদি সমুদায় সংসার সংস্থাপিত হয়, তথাচ তাহার গতি রোধ করিতে পারে না। সে আপনার বলে তাহা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইবেই হইবে।

আমরা কি যথেচ্ছা আপনাদিগের প্রীতিকে নিয়োগ করিতে পারি? না নিয়োগ করিলেই তাহা

চরিতার্থ হয়? আমারদিগের প্রীতি-প্রবাহ যে রূপ স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইতেছে, সেই রূপ আবার ঈশ্বর স্বয়ংই তাহাকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। চুম্বকমণি যেমন লৌহকে সর্ব্বদাই আপনার প্রতি আকর্ষণ করে, সেই করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর সেই রূপ অহরহই আমারদিগকে তাঁহার প্রতিই আকর্ষণ করিতেছেন। সেই দুর্জয় আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া কি আমরা একপদ গমন করিতে পারি? তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অবহেলন করিয়া কি এক পলের জন্যে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হই?

ঈশ্বর প্রীতি দিয়া আমারদিগের প্রীতিকে আকর্ষণ করেন। অসৎ পুত্র যে রূপ স্নেহময়ী জননীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও যখন দেখিতে পায়, যে তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি স্নেহ বিতরণে একপলের জন্যও ক্ষান্ত নহেন, সে যখন তাঁহার অসন্তোষ সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়াও সন্দর্শন করে, যে তিনি তাঁহার ইষ্ট সাধনে প্রতিনিয়তই যত্ন করিতেছেন, তখন সেই অবাধ্য পুত্র আর কত কাল সুস্থির থাকিতে পারে? সে যেমন আপনা হইতেই জননীর শরণাপন্ন হয়, সেই রূপ আমরা ধর্ম্ম

হইতে—ঈশ্বর হইতে বিছিন্ন হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও যখন দেখিতে পাই, যে ঈশ্বর আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন না, যখন তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও সন্দর্শন করি, যে সেই পরম পিতা পরম সুহৃৎ সম্পদে বিপদে সুখ দুঃখে আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন—প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসেই আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তখন সেই রূপ আমারদিগের অসাড় আত্মা আপনা হইতেই জাগ্রত হইয়া উঠে। যখন গভীরতর পাপপঙ্কে নিপতিত হইয়াও দেখিতে পাই যে সেই করুণা-পূর্ণ পুরুষ তখনও আমারদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখনও মধুময় বাক্যে আমারদ্দিগকে আপনার প্রতি আহ্বান করিতেছেন—তখনও প্রীতি-পূর্ণ নয়নে আমারদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ; ঈদৃশ অখণ্ড প্রীতি অনন্ত করুণার চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া আমরা আপনা হইতেই অনুতাপিত হৃদয়ে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে তাঁহারই নিকটে ক্রন্দন করি, আমারদিগের আত্মা আপনা হইতেই তাঁহার পবিত্র চরণে শরণাপন্ন হয়। তখনই সেই পরম মাতা আমারদিগকে প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করত তা-

পিত হৃদয় শীতল করেন—তখনই তিনি তাঁহার মঙ্গল-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আমারদিগের ঘন-বিষাদ মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া দেন—তখনই তিনি আপনার করুণা-নীরে আমারদিগের পাপমলা প্রক্ষালিত করিয়া আপনার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দান করেন।

আমরা কি আপনার বলে—আপনার জ্ঞান-বলে পুণ্য-বলে সেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, না তিনি স্বয়ংই আমাদিগকে আপনার প্রতি লইয়া যান? আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমারদিগের হৃদয়-মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে আবির্ভূত হইতেছেন। আমরা তাঁহার নিরাপদ ক্রোড়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি প্রতিনিয়ত স্বীয় বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু আমরা এমনি বিমূঢ় যে তাঁহার করুণা দেখিয়াও দেখি না। আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইতেই চেষ্টা করি —তাঁহার শাসন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেই যত্নবান্ হই। একবার মনেও করি না, যে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—সেই প্রাণের প্রাণ হইতে বিচ্যুত

হইয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, তাঁহার শাসনভয়েই বা কোথায় পলায়ন করিব?

আমরা তো তাঁহার ত্যজ্য পুত্র নহি। আমরা চির কালই তাঁহার স্নেহের ধন, তাঁহার কৃপার পাত্র। আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিলেও তিনি তো আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, তিনি আমারদিগকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসন সন্নিধানে হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইবেন। কিসে আমারদিগের মানস-রসনা তাঁহার প্রেমামৃতের সুমধুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, কিসে আমারদিগের জ্ঞান-নেত্র তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এজন্য অহরহই তিনি আমারদিগের উপরে প্রেমধারা বর্ষণ করিতেছেন—এ নিমিত্ত তিনি আমারদিগের অন্তরে বাহিরে প্রতি নিয়তই বিরাজ করিতেছেন।

আমরা জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিলে কেন না তাঁহার দর্শন পাইব—তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইলে কেন না কৃতপুণ্য হইব। স্বীয় স্নেহাস্পদ পুত্র সুন্দররূপে পদ চালনা শিক্ষা করে, ইহা তো স্নেহময়ী মাতার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু পুত্র

যদি পদ-চালনায় প্রবৃত্ত হইয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ জননীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে—তাঁহার প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দেয়, তিনি কি তাহা ধারণ করিবেন না? তিনি কি আনন্দের সহিত তাঁহার বাহু-যুগল প্রসারিত করিয়া হৃদয়-ধনকে স্থান দিবেন না? আমরা সাধু হই, উন্নত হই, তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, যখন ইহা ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা—আমরা তাঁহার পবিত্র চরণাভিমুখে গমন করি, যখন ইহা তাঁহার সৃষ্টি কৌশলের এক মাত্র লক্ষ্য; তখন কি তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইব, না তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম-পথে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইব? কখনই না। আমরা তাঁহার প্রতি এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি আমারদিগের প্রতি সহস্র পদ অগ্রসর হইবেন, তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রসন্ন-মুখ মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দর্শন করিবার প্রার্থনা করিলে তিনি চির কালের মত আপনার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল-মূর্ত্তি আমারদিগের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত করিয়াই রাখিবেন। তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি স্বয়ংই আমারদিগের নেতা ও পথ-প্রদর্শক হইবেন।

আমারদিগের সাধু ইচ্ছা সম্পন্ন হয় কি না, অদ্যই কেন তাহা প্রত্যক্ষসন্দর্শন কর না, তিনি আমারদিগের প্রার্থনার অতিরিক্ত সুখ-বিধান করিতেছেন কি না এখনই কেন তাহা পরীক্ষাতেই বোঝ না। আমরা অদ্যকার উৎসব ক্ষেত্রে সব সুহৃদে মিলে পরমেশ্বরের পবিত্র চরণে প্রীতি কুসুম বিকীর্ণ করিব, তাঁহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব; সম্বৎসর কাল আমরা যে আশা করিয়াছিলাম, সেই মঙ্গল-পূর্ণ অনাদ্যনন্ত পুরুষ রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন বিনষ্ট করিয়া আমারদিগের সেই সাধু ইচ্ছা এখনই পূর্ণ করিতেছেন। তিনি এখনই অজস্র প্রীতি-ধারা বর্ষণ দ্বারা বালকের কোমল হৃদয়, যুবার সরস চিত্ত, বৃদ্ধের উন্নত মনকে অভিষিক্ত করিতেছেন; তিনি এখনি আমারদিগের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রীতি-পূর্ণ মনে আইস আমরা সকলে সদ্য প্রস্ফুটিত প্রীতি কুসুমে তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবন স্বার্থক করি—সাধু ইচ্ছা পূর্ণকরি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধিত পিপাসিত হইয়াই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিই ভোজনের প্রকৃত সুখ, তৃষ্ণার্ত্ত পুরুষই জল পানের প্রকৃত তৃপ্তি অনুভব করেন। যার ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই সে আর ভোজন-পানের অপূর্ব্ব তৃপ্তি-সুখ কেমন করিয়া অনুভব করিবে। সেইরূপ যাঁহার আত্মার প্রেম-ক্ষুধা নাই, ঈশ্বরের প্রীতি পীযূষ পান করিবার জন্য যে আত্মা সম্যক্ তৃষিত হয় নাই, সে আর ধর্ম্মজনিত বিমলানন্দের অনুপম মাধুর্য্য, ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানের অতুল তৃপ্তি-সুখ কেমন করিয়া উপভোগ করিবে। যাঁহার মনের ক্ষুধা যত অধিক, যাঁহার প্রেম-তৃষ্ণা যত প্রবলা, তিনি সেই পরিমানেই এখানে তৃপ্তি-সুখ উপভোগ করিতেছেন—এখানে আসিবার তত আবশ্যকতা তিনি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন। যাঁর প্রেম-ক্ষুধা যত অল্প, এস্থান তাঁহার পক্ষে তত অসুখকর বোধ হইতেছে, অক্ষুধিত ব্যক্তির ভোজন-পানে অনিচ্ছার ন্যায় তাঁহারও ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অনভিরুচি হইতেছে।

এখানকার অন্তস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা বাক্য, প্রীতি-পূর্ণ উপদেশ সকল তাঁহার শ্রবণ যুগলে কণ্টক সদৃশ বিদ্ধ হইতেছে। সেই হতভাগ্য পুরুষ, আমারদের এই দুর্লভ সময়ের অবসানই প্রতীক্ষা করিতেছে। ভগবদ্ভক্ত সাধুর পক্ষে যে সময় অতি দুর্লভ—অতিমূল্যবান্—অতি প্রার্থনীয়, সেই কৃপাপাত্র অভাগার পক্ষে তাহার সমুদায়ই বিপরীত। এখানে তাঁহার মন কোন মতেই সুস্থ হয় না, তাঁহার তরঙ্গায়িত চঞ্চল মানস-সরোবর কোন রূপেই নিস্তরঙ্গ হয় না। এখানেও বিষয়াকর্ষণ তাঁহাকে আপনারদিকে আকর্ষণ করে, এখানেও মানৈষণা বিত্তৈষণা তাঁহার হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে।

এখানে—এই দেবমন্দিরে—এই অমৃত-নিকেতনে আসিতে হইলে প্রস্তুত হইয়া ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর হইয়াই আগমন করা উচিত। নতুবা এখানে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট থাকিবার আবশ্যক কি? এমন দুর্লভ সময়কে বিরক্তির সহিত অতিবাহিত করিবার প্রয়োজন কি? এখানে আমরা সৌহৃদ্য পরিপালনের জন্য কিম্বা অনুরোধ রক্ষার জন্যও আসি নাই, এখানে শাসন ভয়েও সকলে সম্মিলিত হই নাই।

তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন আপনা হইতেই সরোবর-তীরে উপনীত হয়, ভিখারী যেমন আপনা হইতেই দাতার নিকেতনে উপস্থিত হয়, আমরাও সেইরূপ আপনা হইতেই এখানে শীতল হইতে আসিয়াছি। চাতকের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া আপন ইচ্ছাতেই এই অমৃত নিকেতনে তৃপ্ত হইতে উপস্থিত হইয়াছি।

যাঁহারদের আত্মা ক্ষুধার্ত্ত হয় নাই, যাঁহারদের প্রেম-তৃষ্ণা সম্যক্ বলবতী হয় নাই, তাঁহারা এখানে আসিবার প্রয়োজনতা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা তো ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মদিগকে এখানে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়—স্তম্ভ-প্রাচিরের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া উপহাস করিতেই পারেন। সাধু ব্রাহ্মগণ এই ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মনোবৃত্তি সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক যে স্থির ভাবে সমাসীন হইয়া সর্ব্বান্তরতর পরমেশ্বরের সমাধি সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে বাহ্য-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া তদ্গত চিত্তে অধ্যাত্মযোগে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহারা ইহার সুমহান্ গম্ভীর ভাব কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মেরা এখানে পত্র শূন্য শোভা শূন্য বৃক্ষের

ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার-দিগের প্রতি মানসিক বৃত্তি সাধু-বৃত্তি সকল প্রাণ-পণে ঈশ্বরের প্রীতিরস আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হই-তেছে। অন্তরে তাঁহারদিগের মানস-রসনা উচ্চৈঃস্বরে চাতকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেম বিন্দু প্রার্থনা করিতে-ছে। তাঁহারদিগের প্রীতি নদী অন্তঃসলিলা স্রোত-স্বতীর ন্যায় অন্তরে একাদিক্রমে প্রেম সিন্ধু অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

ব্রাহ্ম-সমাজ অতি পবিত্র স্থান, উপাসনার সময় অতি দুর্লভ সময়, এখানে আসিয়াও যেন আমার-দিগের মন বিক্ষিপ্ত না হয়। এমন সাধু সমাজে যেন ঈশ্বরের মহিমা বাক্য ভিন্ন অন্য কথা হৃদয়ে স্থান না পায়। যেমন আমরা সপ্তাহের প্রথম দিন হইতেই এই পবিত্র দিনের গণনা করিতেছিলাম এখন সেই উপস্থিত সময়কে যেন বিফলে আর অতিবাহিত না করি। আমারদের উপাস্য দেবতা তো সকল স্থানেই বিরাজিত রহিয়াছেন, কেবল সাধু সঙ্গের অভাবে—মনের একাগ্রতার অভাবে—এমন স্থানের অভাবেই তাঁহার উজ্জ্বল মুখ দেখিতে পাই না। এখানে আসি বামাত্র হৃদয়ের যেমন মোহমেঘ চলিয়া যায়, এই

সাধু সমাজে আসিবামাত্র যেমন সাধুবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া উঠে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিষয়-ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা হয় না বলিয়াই সর্ব্বদা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আমারদের মানস-দর্পণ যতদূর নির্ম্মল রাখা উচিত, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ততদূর সুমার্জিত রাখিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার পরমোজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক মুখের প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয় না। যদি আমরা শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া নির্ম্মল হৃদয়ে দিন যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে পুত্র যেমন পিতার নিকটে, বন্ধু যেমন বন্ধুর সন্নিধানে অকপট হৃদয়ে কার্য্য করে, আমরাও সেই রূপ ঈশ্বরের নিকটে অকুতোভয়ে উৎসাহ পূর্ণ-মনে তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতে পারি। আনন্দের সহিত তাঁহার উজ্জ্বল সন্নিধানে সংসার ধর্ম্ম প্রতি পালন করিতে সমর্থ হই।

এখন এই সমাজ মন্দিরে যেমন তাঁহার প্রেমদৃষ্টি স্নেহ দৃষ্টির সম্মুখে থাকিয়া নির্ভয় হইয়াছি; আমারদের যত্ন থাকিলে চির জীবনের জন্য আমরা এমনি নির্ভয়তা লাভ করিতে পারি। এখন যেমন আমারদের নয়ন মন তৃপ্ত হইয়াছে এমনি অনুপম তৃপ্তি-সুখ আমরা চির কালই উপভোগ করিতে সমর্থ হই।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগের প্রেমক্ষুধার উদ্দীপন কর, তোমার সুনির্ম্মল প্রীতি-সুধা পান করিবার স্পৃহাকে বলবতী করিয়া দাও। আমরা যেন তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতি দিন এখানে উপস্থিত হই। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তোমার সুগভীর প্রেমার্ণবে যেন প্রতিদিনই অবগাহন করিয়া আত্মার অন্তর-জ্বালা নিবারণ করিতে পারি। সংসার কোলাহলে বিভ্রান্ত হইয়া যেমন আমরা এক একবার তোমাকে বিস্মৃত হই, এই পবিত্র মন্দিরে আসিয়া যেন কাহারো তেমন দুর্দ্দশা উপস্থিত না হয়। যে দিন আমরা বিষয় কার্য্য হইতে অবসর পাই, সে দিন যেন আর পতঙ্গের ন্যায় ইচ্ছা পূর্ব্বক বিষয়-চিন্তানলে পতিত না হই। সে দিন যেন সম্পূর্ণরূপে তোমারই জন্য ব্যয় করিতে পারি। প্রাতঃকালাবধি যেন সে দিন তোমারই জন্য প্রীতিকুসুম চয়নেই নিযুক্ত হই, সমস্ত দিন হর্ষোৎফুল্ল মনে যেন তোমারই পূজার আয়োজনেই নিযুক্ত থাকি। হে অনাথ শরণ! তুমি আমারদিগের সকলের হৃদয়ে তোমার নিমিত্ত একটি অনিবার্য্য ব্যাকুলতা প্রেরণ কর। আমরা যেন তোমা ভিন্ন সংসারের কোন অবস্থাতেই সুস্থির

থাকিতে না পারি। গৃহে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে দিনে নিশীথে যেন তোমারই জন্য অস্থির হই। আমারদের মানস রসনা চাতকের ন্যায় সকল অবস্থাতে যেন তোমাকেই ডাকিতে থাকে, এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম-সমাজ আত্মার তৃপ্তি ভূমি।

এই ব্রাহ্ম-সমাজমন্দির আত্মার তৃপ্তি ভূমি—এই পবিত্র স্থান আত্মারই আরাম স্থল। এখানে আসিয়া আমারদের আত্মা যেমন স্বচ্ছন্দ হয়—তৃপ্তি লাভ করে, এমন আনন্দ এমন সুখ সে আর কোথাও লাভ করিতে পারে না। বিষয়-ক্ষেত্রে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আমারদের আত্মার কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ কখন বিপদ, কখন হর্ষ কখন বিষাদ, কিন্তু এখানে ক্রমাগতই আনন্দ ক্রমাগতই সুখ। কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কঠোরতা এখানে আর আমারদের হৃদয়কে বিষাদিত করিতে—মুখমণ্ডলকে বিষণ্ন করিতে পারে না। সপ্তাহকাল আমারদের আত্মা বিষয় বিষে—বিষয় চিন্তায় যে মৃতকল্প হইয়াছিল, অদ্য এখানে সেই প্রাণদাতার প্রসন্নমুখ সন্দর্শন করিয়া পুনর্জীবিত হইতেছে। সাতদিন কাল যে ঘটনা-স্রোতে কতশতবার নিদারুণ মনোবেদনা অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াছে, এখানে এখন তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে—সেই প্রেম-শশীর বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আমারদের হৃদয়ের বিষাদ অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে।

দেখ দেখি ঈশ্বর লাভের সাধু সঙ্গের কেমন বিচিত্র শক্তি, সপ্তাহকালের তুলনায় দুই এক ঘণ্টাকাল সময় মধ্যেই গণ্য হয় না। সেই অল্পকাল মধ্যে আমরা যে সুখ যে আনন্দ লাভ করিতেছি—কর্ম্মক্ষেত্রে সাত দিনেও ইহার সহস্রাংশের একাংশ সুখ লাভ করিতে পারি নাই। চিরবন্দী কারাগৃহে কিসুখ লাভ করিবে, নির্ব্বাসিত ব্যক্তি দেশান্তরে কি আনন্দ উপভোগ করিবে? আমরা পরিমিত বিষয়ে আবদ্ধ থাকিয়া, পরিমিত সুখে সংলিপ্ত হইয়া—ঈশ্বর হইতে প্রকৃত স্বদেশ হইতে—সেই শান্তি নিকেতন হইতে দূরে যাইয়া কিরূপে শান্তি লাভ সুখ লাভ করিব, কিরূপ আনন্দই উপভোগ করিব। মনুষ্য যতক্ষণ না সেই ভূমা ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, যতক্ষণ না সেই সর্ব্বস্বধনকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ সে প্রকৃত সুখ কখনই লাভ করিতে পারে না। রোগী ব্যক্তি যেমন কোন স্বাস্থ্যকর প্রদেশে গমন করিলে সেখানকার জল বায়ুর গুণে তাহার রুগ্ন শরীর আরোগ্য লাভ করে, তাহার দুর্ব্বল অঙ্গ সকল ক্রমে ক্রমে সবল হইতে থাকে, আমারদের আত্মা পাপ-বিকারে বিকৃত হইয়া ঈদৃশ

পবিত্র স্থানে উপনীত হইলে ঈশ্বরের করুণা সমীরণ সেবন করিয়া তাঁহার প্রীতি পীযুষ পান করিয়া তাহাও আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। ইহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে কেন, আমারদের প্রত্যেকেরই হৃদয় প্রত্যেকেরই মন এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের গাঢ়তর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। এখন আত্মদৃষ্টি দ্বারা কেন দেখ না, যে তোমারদের আত্মা এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে কি না, একবার আত্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা কেন জাননা যে এই ব্রাহ্ম-সমাজ আত্মার প্রকৃত তৃপ্তি ভূমি—প্রকৃত বিরাম স্থল কি না ?

এখন হৃদয়ের বিষাদ ঘনাবলী যে ঈশ্বরের প্রসন্নতারূপ দক্ষিণ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, এখন তোমারদের হৃদয়ে যে সেই প্রেমসূর্য্যের উদয় হইয়াছে, আমি তাহা এখান হইতে সন্দর্শন করিতেছি। তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি অস্থিচর্ম্মরূপ স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ হইতেছে—তোমারদের উন্মীলিত নিমীলিত নয়নের অভ্যন্তর হইতে সেই সত্য জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে—তোমারদের পবিত্রমুখমণ্ডল হইতে সেই প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। এই পবিত্র স্থান যখন আমারদের আত্মার

তৃপ্তি ভূমি হইল, তখন যেন আমরা ইহার প্রতি উদাসীন না থাকি, সাধু সঙ্গের এমন অনির্ব্বচনীয় শক্তি যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। শরীরের ব্যাধি অপেক্ষা এখানে আমারদের আত্মার বিকার কেমন শীঘ্র আরোগ্য হয়। অল্প কালের মধ্যে এখানে আমারদের দুর্ব্বল বৃত্তি সকল কেমন শীঘ্র সবল হয়, হৃদয়ের ঘন বিষাদ কেমন শীঘ্র চলিয়া যায়। যখন ঈশ্বর লাভের সাধু সঙ্গের বিচিত্র শক্তি আমরা পরীক্ষাতেই বুঝিলাম, তখন যেন ভ্রমেও আর তাহা বিস্মৃত না হই।

বলিতে কি, এখানে আসিয়া আমরা নূতন প্রকৃতি লাভ করিতেছি, সংসারে ব্যাকুল অন্তরে কেবল বিষয় সুখেরই অনুসরণ করিতেছিলাম, অনিত্য অচির বিষয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম এখানে আসিয়া আমরা নূতন প্রকৃতি লাভ করিয়াছি —এখানে আমারদের হৃদয় একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখানে আমারদের আত্মা বিষয়ের অতীত পুরুষকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। সমুদায় বিষয় সুখের বিনিময়ে, যদি একবিন্দু ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারে, এজন্য কেমন লালায়িত

হইতেছে। এখন ঈশ্বর আমারদের সমুদয় হৃদয় সমুদয় আত্মা অধিকার করিতেছেন। সংসারের নীচ কামনা নীচ লক্ষ্য সেই সত্যসূর্য্যের উজ্জ্বল প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া নিশাচর পশু পক্ষির ন্যায় কোথায় পলায়ন করিতেছে। ইহার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে কোথায় আমরা একটু পরিমিত সুখ পাইবার জন্য হৃদয় মন বিষয় কূপে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, এখন এখানে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিতে সমাসীন হইয়াছি। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আমরা আমারদের অপেক্ষা কাহাকে ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিতে উচ্চ দেখিলে তাহার গর্ব্বিত বচনে হয়ত কত বারই উত্যক্ত হই। এখানে এই পবিত্র মন্দিরে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে পবিত্রতাতে সাধুভাবে আপনার অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে উন্নত দেখিয়া হৃদয় কেমন প্রফুল্ল হইতেছে, মন কেমন উল্লসিত হইতেছে, নয়ন কেমন তৃপ্ত হইতেছে। কেমন করিয়া সাধুর সাধুভাবের অনুকরণ করিব, কেমন করিয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসের যোগ্য হইব, হৃদয় কেমন উৎসাহের সহিত তাহার অনুকরণ করিতেছে—তাঁহার পবিত্র চরিত্র—তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমারদের সাধুভাব সদ্ভাব সকল কেমন উত্তেজিত হইতেছে।

হে পরমাত্মন্! আমারদের প্রতি তোমার যে কি অপার করুণা তাহা কি বলিব! অজস্রধারে প্রেমামৃত বর্ষণ দ্বারা আমারদের ভগ্ন ও বিকৃত আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিলে—তুমি রাজাধিরাজ হইয়া এই অনাথের হৃদয় কুটীরে আবির্ভূত হইয়া বিষাদ অন্ধকার বিনষ্ট করিলে। আমারদের প্রতি তোমার স্নেহ প্রেমের বিরাম নাই, তোমার করুণা প্রীতির বিশ্রাম নাই। বাহিরে বর্ষাঋতুর এই অজস্র বারিধারা যেমন পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে, সেই রূপ আজ অন্তরে তোমার প্রেমামৃত বর্ষিত হইয়া হৃদয়ের সাধুভাব সকলকে উন্নত ও বর্দ্ধিত করিতেছে। নাথ! তোমার করুণাই আমারদের উপজীবিকা, তোমার প্রসাদই আমারদের সর্ব্বস্ব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দুঃখ প্রেরণ দ্বারাও পরমেশ্বর আমারদিগের জ্ঞানকে উজ্জ্বল করেন—প্রীতিকে আকর্ষণ করেন।

সংসারের চতুর্দ্দিকেই দুঃখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, ইহার চতুঃপার্শ্ব হইতেই অহরহ বিলাপ ক্রন্দনের ভীষণতর নিনাদ উত্থিত হইয়া প্রতি নিয়ত শ্রবণ যুগলকে বধির করিতেছে। এমন দিনই নাই, যে দিন কোন না কোন দুর্ঘনা সংঘটিত হইয়া আমারদিগের হৃদয়কে বিদীর্ণ না করে। আজ দেখি কোন পরিবারের আশা যষ্টি, কোন জননীর নেত্রতারাস্বরূপ জ্ঞান ধর্ম্ম সমন্বিত প্রাণসম পুত্রকে মৃত্যু আসিয়া জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া লইয়া গেল। কল্য দেখি দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়া কোন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বংশ পরম্পরা-সঞ্চিত মান সম্ভ্রম বিনষ্ট করত এককালে নিরন্ন নিরাশ্রয় করিয়া পথের ভিখারী করিল। পরশ্ব দেখি, কোন ভয়ানক পীড়া আসিয়া কোন সুস্থ সবল পুরুষের শ্রীসৌন্দর্য্য বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিল। পল্লিতে দেখি, শোচনা কোন

সাধুর কোমল হৃদয়ের শান্তি অপহরণ করিল, নগরে যাইয়া দেখি অকস্মাৎ কোন ভয়ানক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়া সেখানকার আশা আনন্দ সকলই তিরোহিত করিয়া দিল। কুত্রাপি বা দৈবাৎ কোন পরিবারের মধ্যে কোন রূপ শোক সংবাদ উপনীত হইয়া দুর্নি-বার্য্য বিরহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতেই কেবল শোকের তরঙ্গ, রোগের যন্ত্রণা, ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিন যামিনী আমারদিগকে অস্থির ও আকুল করিতেছে। এই শোক সন্তাপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে কি আমারদিগের বিশ্রাম স্থান নাই? আমারদিগকে যে সান্ত্বনা করে—আমারদের শোক সন্তাপাশ্রু যে মোচন করে, হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করে, এখানে—এই সংসার প্রান্তরে কি আমারদিগের এমন পিতা পাতা সুহৃৎ সখা কেহই নাই? আমরা কি এখানে দুর্ব্বিসহ দুঃখ যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতে আসিয়াছি? আমরা কি এই মর্ত্ত্য লোকে মানব কুলের কোন পিতা পিতামহের অনুষ্ঠিত পাপ-রাশির প্রতিফল আজন্ম কাল উপ-ভোগ করিতে এখানে প্রেরিত হইয়াছি—না অপর

কোন কারণ নিবন্ধন আমরা এখানে শোক তাপে বিপত্তি বিষাদে জর্জ্জরিত হইতেছি ?

যখন আমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারি, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, রোগ, শোক, বিপত্তি, বিষাদ, আমারদের মঙ্গলেরই জন্য। আমরা যাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছি, তিনি পূর্ণজ্ঞান। আমরা যাঁহার দাস—যাঁহার ভৃত্য, যাঁহার সেবক-উপাসক, তিনি পূর্ণমঙ্গল। শোক দুঃখে, সন্তাপ বিষাদে, দগ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি কৃপা করিয়া আমারদিগকে তাঁহার এই মঙ্গল রাজ্যের স্বাধীন প্রজা করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রত্যেক নিয়মে প্রত্যেক কৌশলগর্ভে অপরিমেয় সুখ শান্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমরা মোহে অন্ধ, সংসার সুখে প্রলুব্ধ হইয়া সেই দেবদত্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে যাই, তখনই চতুর্দ্দিক্ হইতে দুঃখ শোক, বিপত্তি বিষাদ আসিয়া আমারদিগকে আক্রমণ করে। আমরা যাহাকে বিপত্তি বিষাদ বলিতেছি, সে সমস্তই বাস্তবিক আমারদিগের অশেষ মঙ্গলের হেতু। দুঃখ

বিপত্তি তাঁহার এই আনন্দ কাননে প্রহরী রূপে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে। রোগ শোক গুরুর ন্যায় দিন যামিনী আমাদিগকে ভাবী মহত্তর অনিষ্ঠপাত হইতে সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ দিতেছে। যখন আমরা লোভ মোহে অন্ধ হওত স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে প্রবৃত্ত হই, তখনই তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা দুঃখ রূপে আমারদিগের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া নিবারণ করে।

আমরা সুখে থাকি, স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করি, এই সেই পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের লক্ষ্য। কিন্তু যখন আমরা পরিণামদর্শিতা শূন্য হইয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন, ঈশ্বরচিন্তা হইতে বিরত হইয়া অবৈধ কার্য্যে অনুরক্ত হই, ধনমান যশ লালসায় অন্ধ হইয়া যখন দিনযামিনী উৎকট পরিশ্রমে নিযুক্ত হই, অথবা প্রবলতর বিজ্ঞান-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমাগত জ্ঞানার্জ্জনেই নিমগ্ন হওত অপরিমিত অঙ্গ সঞ্চালন অথবা অসঙ্গত মানসিক পরিশ্রম করিয়া এককালে অকর্ম্মণ্য হইবার উপযুক্ত হইতে থাকি, তখনই তিনি দুঃখ প্রেরণ দ্বারা আমারদিগকে নিরস্ত করেন। কৌশল ক্রমে সেই রোগ

যন্ত্রণার অভ্যন্তরে আমারদিগের অজ্ঞানতার অদূরদর্শিতার স্বেচ্ছাচারীতার দোষ বুঝাইয়া দেন।

শারীরিক নিয়ম অবহেলনের দণ্ড যদি তিনি রোগ যন্ত্রণা না দিতেন, দুরারোগ্য রোগের পরম ঔষধ স্বরূপ মৃত্যুকে যদি তিনি প্রেরণ না করিতেন, তাঁহার ধর্ম্ম সেতু উল্লঙ্ঘনের অব্যর্থ শাস্তি, আত্মগ্লানি রূপ দুর্নিবার্য্য অনলে হৃদয়কে দগ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি অশেষ দুর্গতিতেই পতিত হইতাম। পরমেশ্বর দুঃখ প্রেরণ দ্বারা আমারদিগকে জাগ্রত করেন, আমারদের হিতাহিত জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করেন।

আমরা তো ক্ষীণমতি, আমারদের তো এমন হীন ইচ্ছা হইতেই পারে, যে আমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসার সুখে বিমুগ্ধ থাকি—ইন্দ্রিয় সুখে চিরজীবন ভাসমান হই। কিন্তু সেই পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর আমারদিগকে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দে সুখী করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছেন—প্রতিনিয়তই সেই পরম মাতা আমাদিগকে উচ্চতর মহত্তর আনন্দ বিধান করিবার জন্য তাঁহার শান্তিপ্রদ ক্রোড়াভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন।

যখন ঈশ্বর হইতে আমারদিগের হৃদয় মন নিরবচ্ছিন্ন ভঙ্গুর পার্থিব পদার্থে নিয়োজিত হয়, যখন আমারদের আশা আনন্দ লক্ষ্য এই পৃথিবীর সুখ সম্পদে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখনই সাংসারিক সুখের ক্ষতি লাভে আমরা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি। তখনই সংসারের কোন প্রিয়বস্তুর বিরহে এককালে হতজ্ঞান হইয়া উন্মাদের ন্যায় সেই পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরে কত দোষারোপ করিয়া থাকি। যাঁহার একবিন্দু করুণানীরে সমুদায় জগৎ ভাসমান রহিয়াছে, আমরা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে দানব দৈত্যের ন্যায় নিষ্ঠুর বলিতেও কুণ্ঠিত হই না।

যাঁহার প্রসাদে গর্ভ সঙ্কট হইতে পিতামাতার অক্ষয় সাহায্য লাভ করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছি, যাঁহাহইতে স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি ইহ জীবনের যাবতীয় উপকরণ একে একে লাভ করিয়াছি, যাঁহার প্রদত্ত স্নেহ প্রীতিতে আমরা সমুদায় জগৎকে আবদ্ধ করিয়াছি, আশ্চর্য্য তাঁহারই কল্যাণগর্ভ অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাধীনে সংসারে আপাততঃ অশুভকর কোনব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহার গূঢ়তমভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াতাঁহার দোষ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হই।

সংসার যখন আমারদের সর্ব্বস্ব হয় তখনই এই ইচ্ছা হয়, প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপা স্নেহময়ী জননীর সুখপ্রদ ক্রোড়ে চিরজীবন মনের আনন্দে সঞ্চরণ করি, সাধ্বীসতী পতিপ্রাণা স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রীতি-শৃঙ্খলে সমস্ত জীবনই আবদ্ধ থাকি, প্রাণসম হৃদয়-রঞ্জন পুত্র কণ্যার সদা প্রস্ফুটিত পঙ্কজসদৃশ প্রফুল্লানন আবাধে দিনযামিনী নিরীক্ষণ করি।

আশ্চর্য্য! মোহের কি মোহিনী শক্তি! স্বার্থপরতার কি বিচিত্র প্রভাব! সংসার-সর্ব্বস্ব কতশত শোকাতুর ব্যক্তিকে এরূপ বলিয়া রোদন করিতে দেখা যায় যে "সংসার কি ভয়ানক স্থান, বিধাতার কি নিদারুণ নিয়ম। নির্দ্দয় শমন আমার পতিপ্রাণা স্ত্রীকে প্রেমা-লীঙ্গন-পাশচ্ছেদ করিয়া আমার পৃথিবীর আশা আনন্দের মূলোৎপাটন করত লইয়া গেল; আমার অন্ধের যষ্টি—আমার নয়নের একমাত্র তারাস্বরূপ প্রাণসম প্রিয়পুত্রকে আজন্মের মত আমার ক্রোড় হইতে নিষ্ঠুর অকাল-মৃত্যু বল পূর্ব্বক গ্রহণ করত কোন অদৃশ্য অপরিচিত লোকে প্রস্থান করিয়া দু-র্নিবার্য্য জ্বলন্ত শোকানলে নিক্ষেপ করিল।

হা বিধাতঃ! এই কি তোমার বিচার! আমার

স্ত্রী পুত্র যদি চিরকাল আমার চক্ষুর সম্মুখে অচিকিৎস্য রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া থাকিত তাহা হইলেও তো কখনই আমাকে ঈদৃশ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না, বরং তাহাতে তোমার কথঞ্চিৎ করুণা দেখিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিতাম।' সেই সময়ে কি একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে যে আত্ম-সুখের জন্য অন্ধ হইয়া কি করিতেছি? শোকে অধীর হইয়া উন্মাদের ন্যায় কি বলিতেছি?

যিনি করুণার আকর, স্নেহের সাগর, তিনি কি তাঁহার স্নেহের ধন পুত্র কন্যাকে চিরকাল এই অধোলোকে দুরারোগ্য রোগের দুঃসহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে জীবিত রাখিবেন? তিনি কি সেই অকর্ম্মণ্য ব্যাধি-মন্দির শরীরকে ঈদৃশ স্বার্থপর সংসার-সর্ব্বস্ব হীন লক্ষ্য মনুষ্যের জন্য চিরকাল শয্যাশায়ীকরিয়া রাখিবেন? যাঁহা হইতে এক বিন্দু স্নেহ পাইয়া পুত্র কলত্রের প্রতি আমারদের এত মমতা, তখন কি সেই স্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডার, প্রীতির অশেষ প্রস্রবণ পরমেশ্বর, তাঁহার পুত্র কন্যার প্রতি একেবারে উদাসীন হইবেন? না তাহারদিগের উন্নতিশীল আত্মাকে এই অধোলোকে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন?

তখন মোহান্ধ হইয়া একবারও চিন্তা করি না যে আমরা তো এখানকার চিরবিহারী নহি। সংসার সুখ তো আমারদিগের জীবনের লক্ষ্য নহে। আমরা সেই অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরের উন্নতিশীল মঙ্গলরাজ্যের স্বাধীন প্রজা। উন্নতিই জীবনের লক্ষ্য, উন্নতিই আত্মার প্রাণ। এই পার্থিব সুখে কেমন করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিব—আমারদের দূষিত মনোরথ কেমন করিয়াই বা প্রতিবার এখানে পরিপূর্ণ হইবে।

ঈশ্বর আমারদের উন্নতি চান, আমারদের মহত্তর পবিত্রতর সুখ শান্তির প্রত্যাশা করেন। তখন তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীতে আমারদের ইচ্ছা কেমন করিয়া চরিতার্থ হইবে। যখন দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অশুভকে শুভ বোধে, মরিচিকাকে সরোবর জ্ঞানে তৎপ্রতি ধাবিত হই, তখনই বাধাবিঘ্ন পাইয়া নিরাশপঙ্কে পতিত হই। তখনই দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া জ্ঞান লাভ করি।

পরমেশ্বর যখন যে প্রকার যন্ত্রণা প্রেরণ করেন, তাহা আমারদিগের মঙ্গলেরই জন্য। আপাততঃ উপস্থিত শোক দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সহিষ্ণুতা

নেত্র সলিলে পরিণত হয় সত্য বটে, কিন্তু সেই যন্ত্রণা হইতেই আবার আমারদিগের অসীম কল্যাণ সমদ্ভূত হইয়া থাকে।

সুনিপুণ পরিণামদর্শী অস্ত্র-চিকিৎসক যেমন রোগীর ভাবী কল্যাণ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় থাকিয়া তাহার দেহ স্থিত মাংস-ভেদী ক্ষতঅংশের মূল উৎপাটন করিবার জন্য তাহার বিলাপ ক্রন্দন, জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যেমন অম্লান বদনে কল্যাণ উদ্দেশে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে থাকেন, সেইরূপ পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর কখন্ যে আমারদিগের কোন্ মহত্তর কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া আমারদিগকে কি রূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করেন, তাহা আমরা আমারদিগের পরিমিত জ্ঞানে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। রোগী যেরূপ চিকিৎসকের প্রতি রুষ্ট হয়, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে, আমরাও সেইরূপ হত জ্ঞান হইয়া সেই বিশ্ববিজয়ী নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মনামের কলঙ্ক ঘোষাণা করিয়া থাকি।

পথ ভ্রান্ত পথিকের পথের জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ ভয় প্রভৃতি যেমন তাহার সরল পথে প্রত্যাগমনের এক মাত্র কারণ, সেইরূপ সংসারের শোক দুঃখ,

বিপত্তি বিষাদ, সংসার গতিকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পথে—ঈশ্বরের পথে প্রত্যাবৃত্ত হইবার এক মাত্র সাধন।

যখন ঈশ্বরকে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিষয় জালে জড়ীভূত হই, অনিত্য স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া যখন ভূমা ঈশ্বরকে—চির-জীবন সখাকে ভূলিয়া যাই, তখনই রোগ শোকে, সন্তাপ বিষাদে, জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হই। সাংসারিক বিপদে কত লোকের বৈরাগ্য হইয়াছে, এখানকার শোক সন্তাপে কত মনুষ্যের মোহনিদ্রা আজন্মের মত ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। দুঃখের কশাঘাতে কত শত ঘোর বিষয়ী ঈশ্বরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র উপদেশেও যাহার চেতন হয় নাই, পৃথিবীর বিপৎপাতে সেই পাষাণ-হৃদয়-ব্যক্তিরও হৃদয়ের লৌহ কবাট চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শোক সন্তাপেই আমারদিগের পরীক্ষা হয়। দুঃখের কশাঘাতেই আমারদিগের শিক্ষা হয়। যখন শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, রোগে কাতর হইয়া

চতুর্দ্দিক্ শূন্যাবলোকন করি, তখনই আমারদিগের জ্ঞানোদয় হয়। তখনই অনুতাপ আসিয়া হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকে। তখন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিতে থাকি, হে অনাথ শরণ! তোমাকে বিস্মৃত হইয়া এতকাল সংসারে আবদ্ধ ছিলাম। এতদিন অচির অস্থায়ী বস্তুর প্রতি স্নেহ প্রীতি স্থাপন করিয়া তোমাকে ভুলিয়া অমূল্য জীবন বিফলে অতিপাত করিয়াছি। দুঃখ প্রেরণ দ্বারা তুমি আমাকে জাগ্রত করিলে, তুমি আমাকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া হৃদয়ের মোহতিমির বিনষ্ট করিলে—আমার অসাড় অচেতন আত্মাকে সচেতন করিলে। আর আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না। তোমার প্রেমমুখ হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও আমি আমার চক্ষুকে অপসৃত করিব না। নাথ! তোমার প্রেরিত সকল বিপদই উপদেশ, সকল যন্ত্রণাই ঔষধ। আমি তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এখনই তাহার অব্যর্থ দণ্ড ভোগ করিতেছি, এখনই আমি তজ্জনিত অনুতাপ অনলে দগ্ধীভূত হইতেছি। নাথ! আমি সকল জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার অদর্শনজনিত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি

না। তোমাকে পাইবার জন্য যে দুঃখ, সেই আমার সুখ, তোমাকে পাইবার জন্য যে বিপত্তি, সেই যথার্থ সম্পত্তি। নাথ! তুমি আমাকে সহস্র দণ্ড দাও, সহস্র বিপদে নিক্ষেপ কর, তাহা আমি সহ্য করিব কিন্তু তোমাকে আর পরিত্যাগ করিব না। তোমার চরণে শরণাপন্ন হইলাম, তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর।

সেই করুণাময় পরমেশ্বর এইরূপে দুঃখ শোকে আমারদিগের জ্ঞানকে উজ্জ্বল করেন, অনুতাপ অনলে আমারদের আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তিনি সংসারের দুর্দ্দিন মধ্যেই বিদ্যুতের ন্যায় আপনাকে প্রকাশিত করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করেন।

হে মঙ্গলের অনন্ত উৎস পরমাত্মান্! তুমি যে কখন্ কি বিচিত্র কৌশলে আমারদিগকে তোমার পবিত্র ক্রোড়ে আনয়ন কর, তাহার কিছুই বলিতে পারি না। আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা নিতান্ত অশুভ বলিয়া প্রতীত হয়, তুমি তাহার অভ্যন্তর হইতেই কেমন শুভ ফল উৎপাদন কর। আমারদের চক্ষে যাহা গরল সমান বোধ হয়, তুমি তাহা হই-

তেই অমৃত নিঃসৃত করিয়া থাক। তুমি অনাদ্যনন্ত পূর্ণমঙ্গল, তোমার নিকট হইতে কেমন করিয়া অমঙ্গল নির্গত হইবে? সূর্য্যের নিকট হইতে অন্ধকার প্রত্যাশা করার ন্যায়, তোমার হস্ত হইতে অশুভ অমঙ্গলের প্রত্যাশা করা নিতান্ত অসম্ভব। তুমি যখন যাহা বিধান কর, তাহা মঙ্গলেরই জন্য। আমরা মোহান্ধ ক্ষুদ্র জীব বলিয়া তাহার গূঢ় গম্ভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

সম্পদে যেমন তোমার স্নেহ বিকীর্ণ হইতেছে, বিপদেও সেইরূপ তোমারই করুণা বিনিঃসৃত হইতেছে, রোগ শোকে আমারদিগের প্রতি তেমনি তোমার দয়া অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে।

যখন আমরা ধর্ম্মের উপদেশ অবহেলা করি, তোমার প্রদর্শিত পুণ্য পথ পরিত্যাগ করি, তোমাকে ভূলিয়া যাই, তখনই সমুদায় বিষাদের আলয় হইয়া উঠে। তখন বুদ্ধি এমনই কলূষিত হয়, জ্ঞান এমনই প্রভাহীন হইয়া পড়ে, যে আমারদের নিকটে মঙ্গল অমঙ্গলের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সত্য অসত্যের আয়তন রূপে উপলব্ধি হইতে থাকে।

যদি আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া থাকি, তোমার প্রদত্ত ধর্ম্মরূপ দুর্ভেদ্য কবজে হৃদয় মনকে

আবৃত করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে আমারদিগের কি ভয় কি আশঙ্কা। তোমার শরণাগত অনুগত হইয়া থাকিলে কার সাধ্য যে আমারদের হৃদয়কে বিচলিত করে। হিমাচল যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আমরাও সংসারের মধ্যে তোমাকে পাইলে সকল অবস্থাতেই অটল ভাবে অবস্থান করিতে পারি। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া নিরস্ত্র নিরাশ্রয় হই বলিয়াই, বিপদ্ এমন প্রবল পরাক্রমের সহিতই আক্রমণ করে, শোক সন্তাপ আমারদের হৃদয়কে এত নির্দ্দয় রূপে নির্যাতন করিতে সাহস পায়।

হে চিরজীবন সখা! জানিতেছি—পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ জানিতেছি, তুমি ভিন্ন আমারদের আর কেহই নাই। জ্ঞানের আলোচনায় শোকানল নির্ব্বাণ হয় না, বিত্তগণনায় আত্মগ্লানিও অপসৃত হয় না। তুমি বিনা জ্ঞান বুদ্ধি বিত্ত সকলই ধূলির সমান অপদার্থ। সংসার সঙ্কটে পড়িয়াই আমরা বুঝিতে পারি, তোমার পদ ছায়াই আমারদের সর্ব্বস্ব। তোমার প্রসন্নতাই আমারদের সকল দুঃখের একমাত্র ঔষধ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য সেই নিরুপম সৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বর লাভের একমাত্র সাধন।

পরমেশ্বর তাঁহার বিচিত্র জগতে অপরিমেয় সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিয়াছেন। উপরে অগণ্য নক্ষত্র-খচিত সুরম্য সৌরজগতে, নিম্নে নদী-গিরি-সাগর বন উপবনে সুসজ্জিত এই সুচিত্র পৃথ্বীরাজ্যে, অজস্রধারে তাঁহার নিরুপম সৌন্দর্য্য বর্ষিত হইয়াছে। কি অভ্রভেদী সমুন্নত হিমগিরি, কি পদতলস্থ সামান্য দুর্ব্বাদল, সকল পদার্থেই তাঁহার সুনিপুণ লেখনীর অসদৃশ রচনা বিরাজ করিতেছে। সদ্যজীবি পতঙ্গ গাত্রে, সূক্ষ্মতম শৈবালসূত্রে, তাঁহার সুগভীর জ্ঞানের কত মহত্তর নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এক একটী বনফুলের মনোহর সৌন্দর্য্যের নিকটে পৃথিবীর কণ্ঠভূষণ স্বরূপ শত শত মহানগরীর সৌধরাজির বিচিত্র শোভাও মলিন বোধ হয়।

এই সমুন্নত বিশ্ব সৃজন বিষয়ে সেই বিশ্বস্রষ্টা মহান্ পুরুষ এমনই অনুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যে তৎপ্রতি নেত্র পাত করিলে আবালবৃদ্ধ

বনিতা সকলকেই বিমোহিত হইতে হয়। পৃথিবীতে এমন লোকই নাই, চন্দ্রের শোভা, মেঘের কান্তি, পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য, পুষ্পের লাবণ্য যাহারদিগের নয়ন মনকে আকর্ষণ না করে। পরমেশ্বরের গূঢ় গম্ভীর অভি-প্রায় কে উপলব্ধি করিবে, তিনি আমারদিগের হৃদয়কে প্রীতি বৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, এবং বহির্জ-গৎকে অসম্ভাবিত সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া তাহার চরিতার্থতার ভূমিকে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর সঙ্গে আলোকের একটী সুন্দর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ প্রীতির সঙ্গে সৌন্দর্য্যে-রও একটী আকাট্য নৈকট্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য সুন্দর বস্তু দেখিলে প্রীতি আপনা হইতেই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। পূর্ণ শশধর প্রকাশিত হইলে বালকের অপরিস্ফুট প্রীতি-নেত্র পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা সন্দর্শন করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

পরমেশ্বর নিজে অসীম সৌন্দর্য্যের আকর। সেই অনুপম সৌন্দর্য্য আমারদিগের দুর্ব্বল অপরি-স্ফুট প্রীতিনেত্রে ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই প্রেমের আকর, স্নেহের সাগর পরমেশ্বর, আ-

মারদিগকে দর্শন দিবেন, সেই বিশ্বরচয়িতা তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি আমারদিগের সন্নিধানে প্রকাশ করিবেন, এই লক্ষ্য করিয়া সৌন্দর্য্যের আলোকে সমুদয় বিশ্বকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার স্বপ্রকাশ মাহমাতে সমুদয় সংসারকে অনুরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বাহিরের এই যাবতীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা মানব-হৃদয়কে সেই সৌন্দর্য্যের আকর শোভার ভাণ্ডার পরমেশ্বর, তাঁহার সেই অতুলন সৌন্দর্য্যের অভিমুখীন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নদী যেমন সাগর সঙ্গমের এক মাত্র সোপান, জগতের এই সমস্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্য সেই শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে পাইবার একমাত্র সাধন। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন সঞ্চালন দ্বারা সবল হয়, মনের প্রত্যেক বৃত্তিই সেরূপ আপনাপন উপভোগ্য বিষয় লাভদ্বারা উত্তেজিত হয়—প্রীতি সেই প্রকার পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে সেই সৌন্দর্য্যের আকরকে লাভ করিবার সামর্থ্য লাভ করে। মক্ষিকা যেমন পুষ্পের অন্তর্ভূত হইলে মধুর আস্বদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুষ্পের শোভায় চন্দ্রের কিরণে যে একনিষ্ঠ একাগ্রচিত্ত পুণ্যাত্মা সকল

সেই সত্যকাম মঙ্গল সংকল্প পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হয়েন। সকলের অন্তরতম পুরুষকে সর্ব্ব বস্তুতে নিরীক্ষণ করিয়া শান্তি লাভ করেন।

বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য নদী গিরি বন উপবনের শোভা, অন্তরে মনোরাজ্যের অনুপম শৃঙ্খলা সন্দর্শন করিয়া আমরা কি ভুলিয়া থাকিব? বিদ্যা উপার্জ্জন দেশ ভ্রমণ করিয়া পদার্থ বিশেষের বা দেশ বিশেষের প্রাকৃতিক বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলে কি হইবে? চির-জীবন সঙ্কীর্ণ অগভীর নদীর শ্রোতে ভাসমান হইলে কি ফল উৎপন্ন হইবে?

সেই ভূমা ঈশ্বর—সেই সৌন্দর্য্যের আকর পর-মেশ্বরই আমারদিগের গম্য ভূমি। চন্দ্রের অন্তরাত্মা, সূর্য্যের জীবন ও জ্যোতি পরমেশ্বরই আমারদিগের দর্শনীয়। যাঁর সত্তাতে সমুদয় বিশ্ব বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত রহিয়াছে—চারিদিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রাণস্বরূপকেই আমারদি-গের প্রয়োজন। দেব-মন্দিরের শোভা সৌন্দর্য্য দেখা তো আমারদিগের লক্ষ্য নহে, যাঁর অধিষ্ঠানে, যাঁর জ্যোতিতে এই বিশ্বমঞ্চ—এই সমস্ত জড় আবরণ পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান হইয়াছে, সেই সকলের অন্তরাত্মা

এই বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দর্শন করাই আমাদের ইচ্ছা। সেই অন্তরের অন্তরতম পুরুষকেই পূজা করা আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর তো আমারদিগের বর্ণনার বিষয় নহেন, যে তাঁহার বিষয় বলিতে পারিলেই আমারদের জীবনের লক্ষ্য সম্পন্ন হইল। তিনি আমারদের কামনার বিষয়। তাঁহাকে লাভ করিতেই হইবে।

অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে সকলে অনুসন্ধান কর—প্রার্থনা কর, তিনি এখানেই আমারদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন। তিনি আমারদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা মনের একাগ্রতা দেখিলে জগৎ মন্দিরের দ্বার সহজেই উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন। সকল আবরণই তিনি অন্তরিত করিবেন।

আমরা যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছি, আধ্যাত্মিক ভাবই তাহার জীবন প্রাণ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থের আদ্য অন্ত পাঠ করিয়া দেখ, বাহিরের বিষয় তাহাতে কিছুই নাই। যাহারা আড়ম্বর চায়, বহির্বিষয় প্রার্থনা করে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে সৃষ্টির মনঃকল্পিত বিবরণ লি-

খিত নাই। কোন দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষ কিম্বা মনুষ্য বিশেষেরও কোন বিস্ময়কর মনোহর উপন্যাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা কেবল সহজ সত্য-মূলক প্রত্যয়-সিদ্ধ বিষয়েই পরিবৃত—কেবল আত্মা পরমাত্মা শব্দেই পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাবেই বিভূষিত। যিনি বহির্ব্যাপার হইতে আপনার আত্মাকে যত সংযত করেন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম তাঁহার চক্ষে তত মধুর ভাবে প্রকাশ পায়, ঈশ্বরের সিংহাসন তাঁহার ততই নিকটস্থ হইয়া পড়ে। এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ্যের পূর্ব্বতন ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব মহর্ষিগণ একনিষ্ঠ হইয়া স্বীয় হৃদয়ধামে ঈশ্বরকে আত্মস্থ দেখিয়া যে সমস্ত গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেখ তাহার এক একটি স্ফুলিঙ্গ এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া এদেশের কতশত নগর গ্রামকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতেছে। কত শত আত্মাকে সহস্র বন্ধন মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের পদতলস্থ করিয়া দিতেছে।

সকলে জ্ঞানধর্ম্মে প্রীতি ও পবিত্রতাতে উন্নত হও। আপনার হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নিকে সম্যক রূপে প্রজ্বলিত কর। যেমন এক প্রদীপ হইতে সায়ংকালে

সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, দেখিবে সেই রূপ এক একটি আত্মার জ্যোতিতে সহস্র আত্মা উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে।

হৃদয়ের ভাবে—ধর্ম্মের ভাবে—অনুষ্ঠান প্রভাবে দেশ বিদেশকে প্রজ্জ্বলিত কর। চুম্বকের ন্যায় অসাধুর পাষাণ কঠিন হৃদয়কে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিয়া প্রীতি ও সদভাবে তাঁহাকে উন্নত কর। ঈশ্বর-প্রীতিরূপ বিদ্যুৎ-জ্যোতিতে দেশের দূষিত বায়ু-কে বিনষ্ট কর। আড়ম্বরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারিবে না, বক্তৃতাতেও সকলের হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি সম্যক রূপে প্রজ্জ্বলিত হইবে না।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব বাক্যেতে তো বুঝান যায় না। যে ব্যক্তি না সমুদয় আত্মার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করে, যে না অন্তরের অন্তরতম প্র-দেশে ইহঁকে স্থান দান করে, সে আর স্বর্গীয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মাধুর্য্য কেমন করিয়া অনুভব করিবে।

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেশাং। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" এই সমস্ত মহা-বাক্যের গূঢ় গম্ভীর ভাব কেমন করিয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমারদিগের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। আমরা জগতের শোভা, সূর্য্যের জ্যোতি দেখিয়া কি করিব, সকল শোভার আকর সকল জ্যোতির জ্যোতি যে তুমি, তোমাকেই আমারদের প্রয়োজন। যাহাতে আমরা শান্ত সমাহিত হইয়া তোমাকে জানিতে পারি, তোমার প্রীতি-সাগরে অবগাহন করিতে সমর্থ হই, তুমি আমারদিগকে এমন বলবীর্য্য বিধান কর। হে নাথ! তুমি আমারদিগের জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখ হইতে সকল আবরণ অন্তরিত করিয়া আপনাকে প্রকাশ কর, যে আমরা কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম-সমাজ কেবল উপাসনারই স্থান।

আমারদিগের এই ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দির শূন্য স্থান নহে; যিনি গভীর সমুদ্রে, উন্নত পর্ব্বতে, অসীম আকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি ওষধি বনস্পতিতে প্রাণ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনিই এই সমাজ মন্দিরে জাজ্বল্যতর রূপে বিরাজ করিতেছেন—সেই দেব-দেবের মঙ্গল জ্যোতিতে এই সমাজ-মন্দির পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা জড় প্রাচীরের সম্মুখে স্বীয় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে অথবা কোন শূন্য বস্তুর উপাসনা করিতে এখানে সব সুহৃদে মিলে একত্রিত হই নাই। যিনি অসীম বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি আমার বাস গৃহের গৃহ দেবতা, যিনি মনোপুরের পুরস্বামী, তিনিই এই সমাজ-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই প্রাণ-স্বরূপ চেতনবান্ জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে—তাঁহারি নিকটে মনোদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে আমরাএখানে সম্মিলিত হইয়াছি; আমারদিগের প্রীতি ভক্তি এখন যেমন চরিতার্থ হইতেছে—আমারদিগের শ্রদ্ধার আস্পদ, প্রেমের আধারকে এখন যেমন নিষ্ক-

ণ্টকে উপভোগ করিতেছি ; এমন সুন্দর অবসর, এমন সুরম্য স্থান সপ্তাহ মধ্যে একবারও দেখিতে পাই নাই ; সেই দেব-দেবকে সমুদায় আত্মার সহিত আলিঙ্গন করিয়া মন প্রাণ শীতল করিতে পারি নাই। তাঁহার উজ্জ্বল মুখ এখানে যেমন সুন্দর রূপে নিরীক্ষণ করিতেছি, প্রীতি কুসুম, এখানে যেমন মনের সাধে তাঁহার পবিত্র চরণে বিকীর্ণ করিতেছি ; নিবাস-গৃহে কি কার্য্যালয়ে পুণ্য-গৃহে কি চিকিৎসালয়ে সকল স্থানেই তো তাঁহার প্রেম দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার সত্তা—তাঁহার প্রেমমুখ এমন উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই নাই।

অদ্য যেমন এই প্রশান্ত সময়ে এই পবিত্র দেবমন্দিরে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছি ; নিবাস নিকেতনে সাংসারিক কোলাহল, কার্য্যালয়ে বিষয়কার্য্যের ব্যস্ততা পণ্য-গৃহে বিষমতর আড়ম্বর, চিকিৎসালয়ে রোগির সকরুণ আর্ত্তনাদের মধ্যে কেমন করিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে তাঁহাতে মন সমাধান করিব—কেমন করিয়াই বা এমন স্বচ্ছন্দে তাঁহার সুনির্ম্মল প্রেমামৃত পান করিতে সমর্থ হইব।

অদ্য যখন সেই দেব-দেবের উপাসনা করিবার

জন্য প্রীতি-কুসুম লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, সেই পবিত্র সময়ে কোন পথিক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইবা মাত্র কেমন মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছি, যে আমরা এখন ব্রাহ্ম-সমাজে ঈশ্বরের পূজা করিতে গমন করিতেছি; সপ্তাহ মধ্যে তো আমারদিগের জড় রসনা এমন মধুময় অমৃতময় শব্দ এক বারও উচ্চারণ করে নাই।

এখানে যেমন অনন্যপরায়ণ সাধকদিগের প্রশান্ত ভাব, ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাবাদির চিত্তচমৎকারিণী শক্তি, চতুর্দ্দিকস্থ ওষধি বনস্পতি সমূহের অনির্ব্বচনীয় শোভা আমারদিগরে প্রীতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে—এখানে যেমন চেতনাচেতন সকল পদার্থ এক কালে আমারদিগের ঈশ্বর লাভের অনুকূলতা সম্পাদন করিতেছে; নিবাস-গৃহে কি কার্য্যালয়ে প্রভুত্বের প্রতাপ, স্বার্থপরতার রাজত্ব, আত্মম্ভরিতার প্রভাব, ধন-মদের কর্ত্তৃত্বের মধ্যে কেমন করিয়া প্রীতি উদ্দীপ্ত হইবে, শ্রদ্ধা ভক্তি কেমন করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইবে।

ব্রাহ্ম-সমাজে আসিবা মাত্র ঈশ্বর-লাভ-স্পৃহা কেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে—হৃদয় মন তাঁহাকেপাই-

বার জন্য কেন ব্যাকুল হয় ? যে জন্য রণ বাদ্য শ্রবণ করিবামাত্র বীর পুরুষদিগের হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে—যে জন্য বসন্তের রূপ মাধুর্য্য সন্দর্শন করিলে কবিদিগের কবিত্ব শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে ; সেই জন্য প্রীতি ও পবিত্রতা এবং মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ এই যে ব্রাহ্ম-সমাজ, এখানে উপস্থিত হইলেই আমারদিগের প্রীতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

সুনিপুণ রণ-পণ্ডিত যে রূপ স্বীয় সৈন্য শ্রেণীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—প্রত্যেক বিষয়কে বীররস-উদ্দীপক পদার্থে বিভূষিত করিতে সদতই যত্ন করেন, বিবিধ বিদ্যা বিশারদ উন্নতমনা শিক্ষক যে রূপ স্বীয় বিদ্যা মন্দিরকে নানাবিধ বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধক পদার্থ ব্যূহে সুসজ্জিত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হয়েন ; সেই রূপ ঈশ্বর-প্রাণ প্রশান্তাত্মা ধর্ম্ম মন্দিরকে পবিত্র ভাবে পরিপূরিত রাখিতে সততই অনুরক্ত থাকেন। কিসে দেব-মন্দিরে উপস্থিত হইলে সকলেরই প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি উন্নত হয়, কিসে বিষয়ীর পাষাণ হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব-সকল অঙ্কুরিত হয়, কি প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে সাধারণের মানস-রসনা ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিতে উৎসুক

হয়, কি প্রকার প্রস্তাব পাঠ করিলে—কিরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে ঘোর স্বেচ্ছাচারিরও মনোমন্দিরের লৌহ কবাট ভগ্ন হইয়া যায়, তাঁহার সকল কার্য্যের সকল উপদেশের এই এক মাত্র লক্ষ্য। অন্যে যেখানে যশ মানের উদ্দেশে কার্য্য করেন, তিনি সেখানে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশেই কার্য্য করিতে থাকেন।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ! যাহাতে এই সমাজ-মন্দির সংস্থাপনের মহান্ লক্ষ্য সম্পন্ন হয়, যাহাতে ইহার উন্নত ও পবিত্র ভাব-সকল রক্ষা পায়; তাহার প্রতি যেন আমরা উদাসীন না হই। এই সমাজ-মন্দির কিছু জ্ঞানের পরিচয় বুদ্ধির চাতুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই—ইহা কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার স্থান নহে। আমরা ঈশ্বরকে এই সমাজ-মন্দিরে জাজ্বল্যতর রূপে সন্দর্শন করিব, তাঁহারই পূজা—শুদ্ধ তাঁহারই আরাধনা করিব; এই জন্যই এই পবিত্র সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এখানে আসিয়া কি বিষয়ীর ন্যায় বিষয় আলোচনা করিব, না তর্ক তরঙ্গে মন প্রাণ নিক্ষেপ করিয়া এমন দুর্লভ সময়কে বৃথা অতিবাহিত করিব?

এখানে যেমন আমরা ঈশ্বরের পূজা করিতে আসি-য়াছি—তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সব সুহৃদে মিলে এই পবিত্র স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি; তাহারই প্রতি যেন আমারদিগের সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে। এখান হইতে যেন আমরা শূন্য-হৃদয়ে শূন্য-হস্তে চলিয়া না যাই।

হে পরমাত্মন্! আমরা এখানে তোমাকে পূজা করিবারজন্য উপস্থিত হইয়াছি, তোমার প্রেমামৃত পান করিবার জন্য এখন হৃদয়াধার প্রশস্ত করিয়া দিতেছি, তোমারই সম্মুখে মনোদ্বার উন্মুক্ত করি-তেছি, তুমি তোমার অজশ্র প্রেমামৃত বর্ষণ দ্বারা আমারদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মুদিয়ালীর মিত্র পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা।

ঈশ্বরের উদার মঙ্গল দৃষ্টিতে নগর গ্রাম বন উপবন সকলই সমান স্নেহের আস্পদ। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম জ্যোতি সকল স্থানে সমান রূপে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁহার এই চন্দ্রমা যেমন সুধাময় কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমুদায় স্থান আলোকময় করিতেছে, সেই রূপ তাঁর ধর্ম্ম জ্যোতি সকল হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করিতেছে। আমারদের এই গৃহদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে বলিয়া যেমন চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই রূপ যদি আমরা সকলে এখনি হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করি তাহা হইলে ঈশ্বরের মঙ্গল কিরণ নিশ্চয়ই আমারদের হৃদয়ে প্রবেশ করত সকল অন্ধকার বিনষ্ট করিবে।

সেই সত্য-জ্যোতি মঙ্গল-জ্যোতি পরমেশ্বর এখানে বিরাজ করিতেছেন, সকলে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, এখনই সেই অনুপম মঙ্গল জ্যোতিঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে—এখনই তাঁহাকে হৃদয় মন্দিরে দেদীপ্যমান সন্দর্শন করিয়া নয়ন মনের শান্তি লাভ করিবে। তিনি তো আমারদিগকে দর্শন

দিবেন—অদ্য তাঁর সহবাস জনিত বিমলানন্দ-নীরে আমারদের আত্মাকে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া এখানে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কোথায় অবস্থান করিতেছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমারদের এমন আশা ছিল না; যে আমরা এখানে আসিয়া নূতন বন্ধু-মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া এমন পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিব, সেই করুণাপূর্ণ পুরুষ কেমন বিচিত্র কৌশলে আমারদিগকে সুখী করিলেন। তিনিই আমারদিগের সাধু ইচ্ছার প্রেরয়িতা, সুভকর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনিই আদেশ করিলেন—সেই রাজাধিরাজের আজ্ঞায় আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারই প্রসাদে নবউৎসাহ নব অনুরাগ পূর্ণ ভ্রাতাগণের সহিত সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। এই পবিত্র কার্য্যের তিনিই কেবল আমারদিগের প্রবর্ত্তক, তাঁহার পবিত্রতম ব্রাহ্মধর্ম্মই আমারদিগের বন্ধুতার একমাত্র বন্ধন। এখানে যত ধর্ম্মের উন্নতি, সত্যের প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই আমারদের প্রীতি বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইতে আরম্ভ হইবে, ততই আমারদের ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ উদার ভাব ধারণ করিবে।

আমরা হয় তো পূর্ব্বে এই স্থানের নাম মাত্রও সকলে শ্রুত ছিলাম না। এক ধর্ম্ম আসিয়া আমারদিগকে এক পরিবারে আবদ্ধ করিলেন। সেই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই আমারদিগের পরস্পরের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিলেন। আমরা এখানে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রসাদে সকলে একলক্ষ্য, এক হৃদয় হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি। এই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকস্থ ওষধি বনস্পতি সমূহ যেমন স্তব্ধ ভাবে সুবিমল চন্দ্ররশ্মি পান করিতেছে, আমারদের আত্মাও সেই প্রকার ঈশ্বরের প্রীতি-নীরে এখন অভিষিক্ত হইতেছে।

ধর্ম্মের কি বিচিত্র শক্তি! ধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রতাপ কোন কালেই এক দেশে, একপরিবারের কিম্বা এক হৃদয়ে আবদ্ধ থাকিবার নহে। যত দূর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দূরই তাঁর ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তৃত হইবেই হইবে। ধর্ম্ম যেমন নগরের সমুন্নত জ্ঞানাপন্ন সাধুদিগের কোমল হৃদয় অধিকার করিতেছেন, সেই রূপ আবার স্বেচ্ছায় পল্লীগ্রামের নিরুপদ্রব নিরীহ মনুষ্যগণের প্রশান্ত হৃদয় অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গ ভূমির কুসংস্কারের এত আধিপত্য, অজ্ঞানতার এমন প্রতা-

পের মধ্যেও যেমন মহানগরীতে দুই একটী সাধুর গৃহে ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছেন ; সেই রূপ ক্রমে ক্রমে পল্লী গ্রামস্থ সুসন্তানগণের শোভনতম অট্টালিকায়, অনাথের পর্ণ কুটীরেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিতেছেন। মৃৎ পাষাণস্তূপ সমুন্নত পর্ব্বতে কে বীজ বপণ করিতে যায়, বন চারি পশু পক্ষীগণের ভরণ পোষণার্থে কে সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ন পান প্রেরণ করে?

যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে পাষাণ ভেদ করিয়া অযত্ন সম্ভূত তৃণলতা সকল উত্থিত হইয়া সেই পর্ব্বত শ্রেণীতে ছায়া দান করিতেছে—সেই বন চারি অসহায় পশু পক্ষীগণের অন্ন পান সম্পাদন করিতেছে, সেই মঙ্গলময়েরই প্রসাদে লোক সমাজে দুর্ভেদ্য অজ্ঞান অন্ধকার, দুচ্ছেদ্য কুসংস্কার-বন্ধন ভেদ করিয়াও যে এক এক সাধুর হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ভাব সকল উত্থিত হইবে, সত্যের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া যে সহস্র সহস্র লোককে ঈশ্বরের চরণ তলে আনয়ন করিবে, তাহা-র আশ্চর্য্য কি? তিনি এমনি সামান্য সূত্রেই তাঁহার সংসারের উন্নতি সাধন করেন, তাঁহার মঙ্গল রাজ্যে এমনই সামান্য রূপেই মহৎকার্য্যের সূত্রপাত হয়, তোমরা হয় তো কত ইতিহাস পুরাবৃত্তে পাঠ করিয়া

থাকিবে যে এক একটী ভিক্ষুকের বদন বিনির্গত অগ্নি-ময় মহাবাক্যে কত শত চির-নিদ্রিত মোহান্ধ ব্যক্তির মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এক এক জন সামান্য লোকের উদ্‌যোগে পৃথিবীর এক এক প্রদেশের জ্ঞান ধর্ম্মের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। এই বঙ্গ ভুমির প্রতি কেন এক বার চাহিয়া দেখ না। ইহার কি কি দুর্দ্দশা না সংঘটিত হইয়াছিল। যত প্রকার কুসংস্কার মনুষ্য কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারে না, এখানে সেই সমুদায়ই মূর্ত্তিমান। অধর্ম্মের যত প্রকার অনুচর থাকিতে পারে, আমারদের এই বঙ্গ দেশ সেই সমুদায়েরই জন্ম ভূমি।

এই গাঢ়তম অজ্ঞানাছন্ন বঙ্গভূমিতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার কত দূর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বঙ্গভুমিতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইহার সমুদায় লোক তাঁহার বিপক্ষ। তিনি একত্রে এমন দশজন লোক প্রাপ্ত হইতেন না, যে তাঁহার নিকটে বিমল হৃদয়ে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ শ্রবণ করে। তথাচ তিনি কিছুতেই ভগ্ন-উৎসাহ না হইয়া অটল অনুরাগ, অবিচলিত উদ্যমের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-

রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকল হৃদয়ে প্রক্ষেপ করিতে কোন মতেই ত্রুটী করেন নাই। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে, তাঁহার ধর্ম্ম শীঘ্র বা বিলম্বে সমুদায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবেই হইবে। আমরা যদি তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ বিষয়ে অগ্রসর হই, তাহাতে আমরাই কৃতার্থ হইব। কেহ তাহার বিরোধী হইয়া সেই চির-প্রজ্বলিত ধর্ম্মাগ্নিতে বিন্দু প্রমাণ বারি নিক্ষেপ করিলে তাহা কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। কেবল তাহারাই তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিতে মলিন হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল তোমরা কেন স্বচক্ষে সন্দর্শন কর না, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত প্রচারক নাই, উপদেষ্টা নাই, তথাচ দেখ দিন দিন অন্তঃপুরের কুলবালাগণের কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিকার করিতেছেন। বিনা আহ্বানে তিনি আমারদিগের হৃদয়ে স্বয়ং আসিয়াই আতিথ্য স্বীকার করিতেছেন।

ঈশ্বর যখন আমারদিগের প্রতি এত প্রসন্ন, ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন আমারদের প্রতি এত অনুকূল, তখন যেন আমরা আর জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকি।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের এই বঙ্গভূমি—ভারত ভূমির চির পূজ্য, চির সেবনীয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানকার পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে সমস্ত মধুময় মহা-বাক্যে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি মহা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া সেই পুরাণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি। তাঁহারা যে ব্রহ্মোপাসনায় অনুরক্ত থাকিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন, আমরা সকলে সেই ব্রহ্মেরই উপাসক। এই গৃহে অদ্য সেই ব্রহ্ম নামই পরিকীর্ত্তিত হইল। যিনি আমারদের সকলের পিতা পাতা, সুহৃদ্ সখা, তিনিই এই গৃহের গৃহ-দেবতা। যে গৃহে গৃহদেবতার নিত্য পূজা না হয়, যে পরিবারে প্রতি দিন তাঁহার নাম কীর্ত্তন না হয় সে গৃহ শ্মশান সমান।

অতএব তোমরা সকলে একবাক্য হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্রোতে সকল হৃদয় প্লাবিত করিতে উদ্যুক্ত হও। সকলে প্রাণপণে সেই অমৃত বারি আপনাপন হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া কৃতার্থ হও।

পূর্ব্বকালাবধি এ দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি, কেবল ধর্ম্মেরই জন্য। এ দেশের পূর্ব্বতন কুটীর-বাসি-ঋষি-

গণের বিকশিত প্রীতি কলিকার অমৃত সৌরভে যে সমুদয় পৃথিবী আমোদিত হইয়াছিল, এখন কি তাঁহারদিগের আচরিত অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত হইবে? বরং তাঁহারা যে সমস্ত বিষয়ে অগ্রসর হন নাই, তোমরা সেই অসম্পন্ন ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এ দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। সমুদায় দেশে, সকল পরিবারে ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করত বঙ্গভূমির—এই ভারত ভূমির যৎপরোনাস্তি উন্নতি সাধন কর। প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবেই এ দেশের এত দুর্গতি। পবিত্র ধর্ম্ম স্রোত মন্দীভূত হওয়াতেই এ দেশ ধন হীন, বল হীন, জ্ঞান হীন হইয়া একেবারে উচ্ছেদ দশায় উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে কি, এ দেশে অধর্ম্ম ধর্ম্ম রূপে, অসত্য সত্য রূপে পূজ্য হইতেছে। এমত উচ্ছেদ দশায় যখন কত যত্ন কত কষ্ট করিয়া এতৎদেশ মধ্যে ধর্ম্ম স্রোত আনয়ন করত মৃতকল্প জন্মভূমিকে পুনর্জীবিত করা উচিত, সেই সময়ে ঈশ্বরের প্রসাদে আমারদের সৌভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া যখন স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তোমরা মঙ্গল আচরণ করত বিমল-হৃদয়ে তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে আর কাল বিলম্ব করিও না।

যদি তোমরা দেশের সুখ সৌভাগ্য প্রার্থনা কর, আপনারও মঙ্গল চাল, মুক্তকণ্ঠে পরমেশ্বরের স্তুতি-বাদ করিয়া হৃদয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে আলিঙ্গন কর। প্রণান্তেও কখন তাঁহার প্রতি উদাসীন হইও না, পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে দুরপনেয় কলঙ্কারোপ করিও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল তোমরা পরীক্ষাতেই অনুভব কর। এই বঙ্গভূমির যে পরিবার অধর্ম্মের একাধিপত্যে মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছে, যে হৃদয় অসত্যের অত্যাচারে একবারে অসাড় অবসন্ন হইয়া যাইতেছে, সেই গৃহে সেই হৃদয়ে আমারদের এই প্রাণ-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া যাও, ইহাঁর একবার পদার্পণেই সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইবে, সকল অমঙ্গল তিরোহিত হইবে। শত শত জ্ঞান, শত শত যুক্তি, যে বিকৃত হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে পরাস্ত হইয়াছে, আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণির একবার সংস্পর্শে সেই পাষাণ হৃদয় স্বর্ণময় হইবে। সুখ শান্তি আত্ম-প্রসাদ, আমারদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত অনুচর। যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়ে, আপনার গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থান দান করিবে, তাঁহার কল্যাণ নিশ্চয়ই হইবে। তাঁহার

সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে, তাহার আর সংশয় নাই।

হে পরমাত্মন! তোমার অপার করুণার কথা কি বলিব। আমরা তোমাকে না চাহিলেও তুমি স্বয়ং আসিয়া আমারদের হৃদয় অধিকার করিতেছ, আমরা তোমাকে গৃহে স্থান দান না করিলেও তুমি আপনার স্থান আপনি করিয়া লইতেছ। আমরা এখন যেখানে বসিয়া তোমার পূজা করিতেছি, এই সুসজ্জিত গৃহ হাস্য পরিহাস ক্রীড়া কৌতুক, নৃত্য গীতেরই জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তুমি কৃপা করিয়া ইহাকে তোমার উপাসনা মন্দির করিয়া লইলে। আজ তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল ধ্বনিতে ইহাকে পবিত্র করিলে। হে কৃপা নিধান! তুমি কৃপা করিয়া এই পরিবারের সকলের হৃদয়কেও অধিকার কর। তুমি তোমার ধর্ম্ম জ্যোতিতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ কর। তুমি এই পরিবারকে তোমার চরণের মঙ্গল ছায়ায় রক্ষা করিয়া অহর্নিশি অক্ষয় সুখ শান্তি বিধান কর, ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই পরিবারের শিরো ভূষণ করিয়া দাও, বিনীতভাবে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

BL 1235 Chattopadhyay,
.C5 Becharam.
Behala Brahma-
samajera
baktrta